তাহরীর ম্যাগাজিন

বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০৩ | মুহররম-সফর ১৪৩৪ | নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১২

মূল্য : ১০ টাকা

হে দেশবাসী!

মার্কিন-ভারতের দালাল হাসিনা-খালেদাকে প্রত্যাখ্যান করো

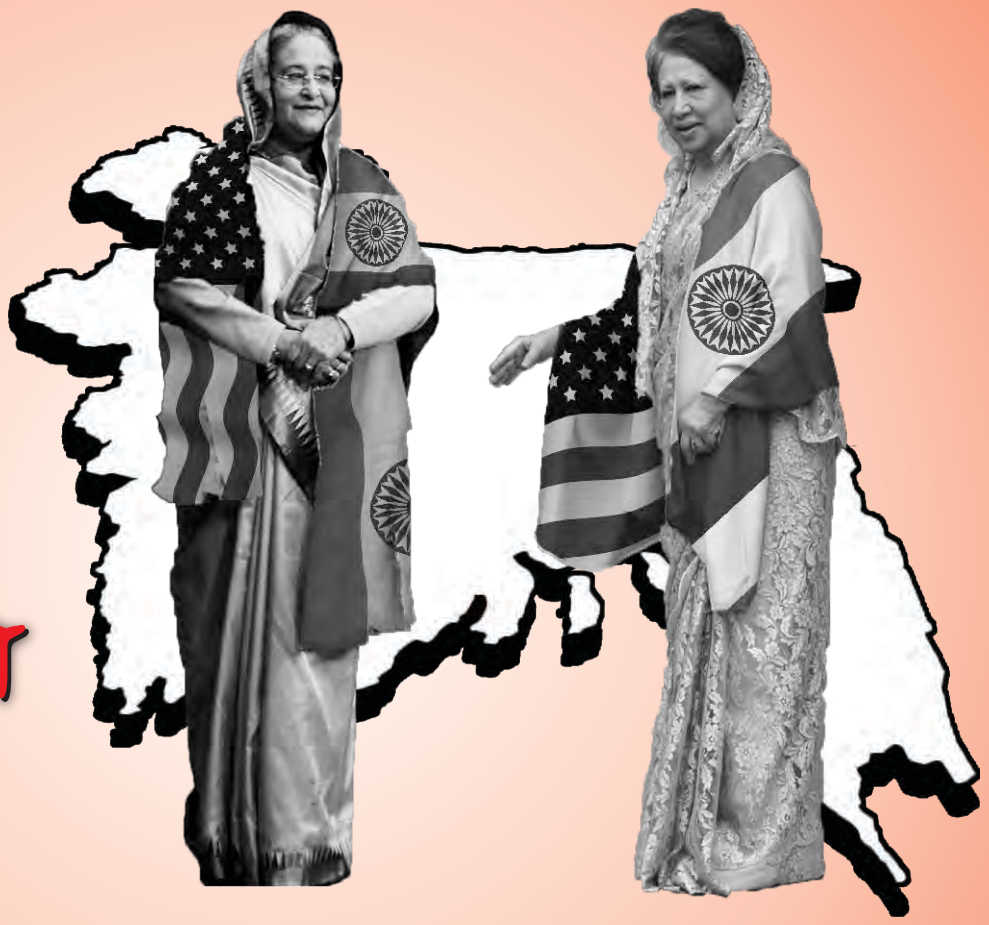

www.khilafat.org | www.hizb-ut-tahrir.info

সূচীপত্র :

হে দেশবাসী! মার্কিন-ভারতের দালাল হাসিনা-খালেদাকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং এসব দালাল তৈরির কারখানা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপসারণ করুন পৃষ্ঠা : ০২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ সিরিয়া

দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদার আগমনকে উদ্দেশ্য করে আল-শামের আন্দোলনের জন্য হিযবুত তাহ্‌রীর-এর ইশ্‌তেহার পৃষ্ঠা : ০৬

ওবামার পুনঃনির্বাচন এবং মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত

আমেরিকা সম্প্রতি তার ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যায়বহুল নির্বাচনে ৬ বিলিয়ন ডলার ব্যায় করে এমন একজনকে পুনঃনির্বাচিত করেছে, যে তাদেরকে নতুন কিছুই দিতে সক্ষম নয়... পৃষ্ঠা : ০৯

সন্ত্রাস বিরোধী বিল :

মুসলিম উম্মাহ্‌কে নির্যাতনে কেনিয়া সরকারের নুতন কুটকৌশল পৃষ্ঠা : ১১

বৃহৎ শক্তিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত

সিরিয়া ও মিয়ানমারে মুসলিম নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বরং, তাদের ভূমিকা আরও নির্লজ্জ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে... পৃষ্ঠা : ১২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ জর্ডান

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ জর্ডান, বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে "তোমরাও এ দুষ্কর্মের সহযোগী", এ শ্লোগাণের মধ্য দিয়ে একটি সফল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে পৃষ্ঠা : ১৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননা করে মার্কিন কুলাঙ্গারদের কর্তৃক নির্মিত ঘৃণ্য চলচ্চিত্রের প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর -এর নেতৃত্বে আজ কয়েক শত মুসলিম মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পৃষ্ঠা : ১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়

কুলাঙ্গার মার্কিনীরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করছে, অথচ কাপুরুষ মুসলিম শাসকরা এসব কুলাঙ্গারদের লালন-পালনকারীদের সাথে এমনকি সম্পর্ক ছিন্ন করার সাহসও দেখাচ্ছে না! পৃষ্ঠা : ২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হাসিনা-খালেদা, এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে; বুলেট তাদের টিকিয়ে রাখতে পারবে না; খিলাফত শাসনব্যবস্থা এখন মুসলিমদের প্রাণের দাবি

আজ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের বাইরে **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে অংশগ্রহণকারী শত শত মুসলিমদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে হাসিনা সরকার পুলিশকে রাবার বুলেট নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয়, এতে একজন বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং কয়েকডজন মুসলিমকে গ্রেফতার করা হয়। মার্কিন-ভারতের দালাল হাসিনা-খালেদা ও এ সমস্ত দালাল তৈরির কারখানা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জনগণ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে, তা প্রকাশ করতে সংগঠনের পক্ষ হতে সমাবেশটির আয়োজন করা হয়। সমাবেশে অংগ্রহণকারীদের- "হাসিনা-খালেদা বিদায় করো", "দালালদের বিদায় করো", "গণতন্ত্র বিদায় করো", এবং "জনগণের দাবি – খিলাফত, খিলাফত", ইত্যাদি মুহুর্মুহু শ্লোগাণে চারিদিক মুখোরিত ছিল।

দেশের জনগণের প্রাণের দাবি সম্বলিত এ সমস্ত শ্লোগাণের শব্দে কুফর সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর ভীত কেঁপে উঠে এবং নিজেদের রক্ষার জন্য তারা বর্বর বাহিনী মোতায়েন করে। যাকে তুলনা করা যায়, তাদের প্রভু মার্কিন-বৃটেন-ভারত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য অর্জনে নিরপরাধ, অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষের উপর চলমান সন্ত্রাসের রাজত্বের সাথে।

কুফর সরকার ও শাসকগোষ্ঠী এটা অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সীমাহীন নির্যাতনের পরও খিলাফতের ডাক জনগণের মনে ও প্রাণে এমন এক জায়গা করে নিয়েছে, যা দূও করা অসম্ভব এবং তাই তারা এমন উন্মাদের মতো জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমরা, হিযবুত তাহ্‌রীর-এর পক্ষ থেকে বলতে চাই, কুফর সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে, ইনশা'আল্লাহ্; বরং, জনগণের সংগ্রাম দিনকে দিন আরও শক্তিশালী হবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্যে, জনগণ তার সামর্থ্য আরও বৃদ্ধি করে এই সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর অপসারণ ঘটাবে। অতিসত্তরই খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা কুফর শাসনব্যবস্থার রক্ষাকারী সরকার ও শাসকগোষ্ঠীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবে।

"যাদের (বিশ্বাসীদের), মানুষরা (মুনাফিকরা) যখন এসে বললো, তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের (মূর্তিপূজকদের) এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো," কিন্তু তা শুনে বিশ্বাসীদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল, এবং তারা বললো, "আল্লাহ্'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৭৩]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ
শনিবার, ১৫ সফর, ১৪৩৪ হিজরী
২৯ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

২৯ ডিসেম্বর, ২০১২ ইং ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের বাইরে হিযবুত তাহ্‌রীর কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশের ছবি

লিফলেট : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হে দেশবাসী! মার্কিন-ভারতের দালাল হাসিনা-খালেদাকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং এসব দালাল তৈরির কারখানা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপসারণ করুন

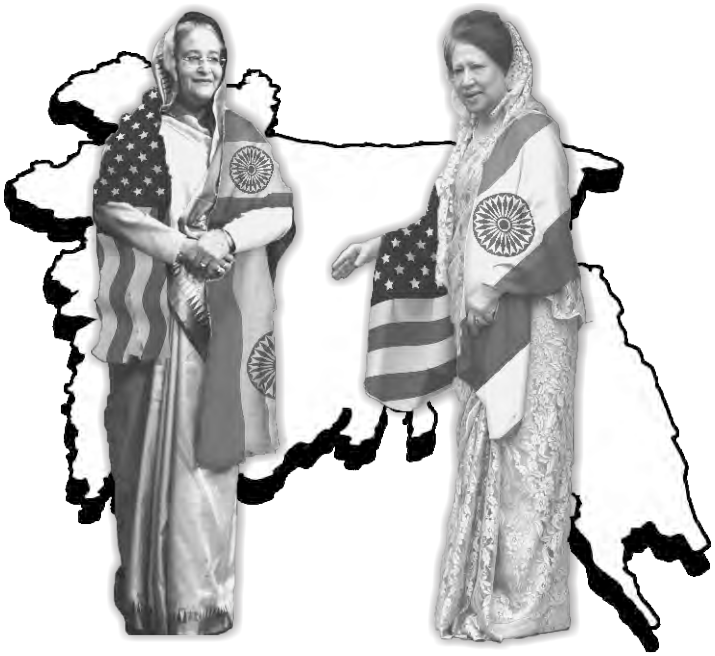

বাংলাদেশকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত পরিকল্পনা আজ জাতির সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আমরা, হিযবুত তাহ্‌রীর, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে, বহুবার এসব পরিকল্পনার মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করেছি। আমাদের উপস্থাপিত বক্তব্যের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকা এ অঞ্চলে ইসলামী খিলাফতের পুনরুত্থান ঠেকানোর পরিকল্পনা করছে এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রসমূহের বলয় দ্বারা চীনকে ঘিরে রাখতে চাচ্ছে। এ অঞ্চলে তার ঘনঘন সামরিক মহড়া এবং নানা অজুহাতে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি, এ পরিকল্পনারই অংশ, যা এখন তার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান ভিত্তি, যা "এশিয়ান পিভট" (Asian pivot) নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সাথে মার্কিনীদের কৌশলগত ও নিরাপত্তা সংলাপ, তার এ নীতি বাস্তবায়নের একটি অংশ।

২. তাছাড়া, ভারত যাতে তার হয়ে কাজ করে, এজন্য ভারতকে নিয়ে মার্কিন নীতি হচ্ছে – ভারতকে তার আওতাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা; যাকে তারা "কৌশলগত অংশীদারিত্ব" বলে উল্লেখ করছে। অর্থাৎ, ভারতকে তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ছাড় দেয়া কিংবা ফায়দা লুটের সুযোগ করে দেয়া; কারণ, আমেরিকা অনুধাবন করতে পেরেছে যে, এটা ছাড়া ভারতকে ঐতিহাসিকভাবে চলমান বৃটিশ প্রভাব বলয় (বিশেষতঃ কংগ্রেস পার্টির মাধ্যমে জারি রাখা) থেকে বের করে আনা যাবে না।

৩. কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং ভারতকে ফায়দা লুটের সুযোগ করে দেয়ার মার্কিন এ নীতির অর্থ হচ্ছে, ভারতের প্রতিবেশী দুই মুসলিম দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে বশীভূত দাস রাষ্ট্রে পরিণত করা, যাতে এই দুই রাষ্ট্রের শাসকরা সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে হলেও ভারতকে

যেকোন সুবিধা কিংবা ছাড় দিতে কুণ্ঠাবোধ না করে। যেমন, ভারতের স্বার্থ রক্ষায় মার্কিন হুকুমে, পাকিস্তানের দালাল শাসকরা কাশ্মিরের মুসলিমদের পক্ষ ত্যাগ করেছে।

৪. এই নীতির বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই মার্কিনীরা, বৃটেন ও ভারতের সমঝোতায়, হাসিনাকে ক্ষমতায় বসায়। পাশাপাশি মার্কিনীরা এদেশের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে পুনর্গঠনের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে তা এই নীতি কার্যকরে সহায়ক হয়, তারা নির্বিঘ্নে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে, ভারতকেও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুবিধা কিংবা ছাড় দিতে পারে এবং এর মাধ্যমে মার্কিন-ভারত কৌশলগত সম্পর্ক সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

মার্কিন-ভারত ষড়যন্ত্রে হাসিনার ভূমিকা:

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তারা যদি তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হবে, এবং তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করে তোমাদের ক্ষতি সাধন করবে, এবং তাদের আকাংখা, তোমরা যেন কাফিরদের কাতারে শামিল হও।" [সূরা আল-মুমতাহিনা : ২]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সত্যই বলেছেন। হাসিনাকে ক্ষমতায় বসানোর পর, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু, মার্কিন-ভারত, তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনেক অগ্রসর হয়েছে। এবং দেশের সাথে গাদ্দারীতে কোনরকম সীমা ছাড়াই, হাসিনা এ ঘৃণ্য কাজে তাদের পূর্ণ সহযোগীতা করেছে। আমরা শুধুমাত্র তার কিছু নমূনা জাতির সামনে উপস্থাপন করলাম:

- পিলখানায় সেনাঅফিসারদেরকে নৃশংস হত্যাকান্ডে হাসিনা সহযোগীতা করেছে; এবং তারপর মার্কিন-ভারতের নির্দেশে ইসলাম, দেশ ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অবস্থানকারী সেনাঅফিসারদেরকে নিশ্চিহ্ন করার নীতি বাস্তবায়ন করেছে।

- বাংলাদেশকে নরঘাতক মার্কিন সেনাদের এমন ঘাঁটিতে রুপান্তর করেছে, যাতে তারা নির্দ্বিধায় নিজের মাটি মনে করে, যখন-তখন এদেশে সামরিক মহড়ার আয়োজন করতে পারে। এবং ACSA চুক্তি (সামরিক ব্যক্তি, মালামাল ও অস্ত্রের সরবরাহ, মজুদ, চলাচল ও বিনিময় চুক্তি) সইয়ের ব্যাপারে মার্কিনীদের সাথে গোপন সন্ধি করেছে, যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি ডিভিশনে পরিণত হয় এবং মার্কিন যুদ্ধে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে; যার নমূনা আমরা ইতোমধ্যে পাকিস্তানে দেখেছি যেখানে ঠিক এই রকমই একটি চুক্তির কারণে আজ পাকিস্তানের মুসলিম সেনাবাহিনী নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছে।

- বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনায় না রেখে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য, "সেভেন সিস্টারস্"-এর স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের নেতাদেরকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে, যা ভারতের জন্য অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়।

- ট্রানজিট প্রদান করেছে, যা ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- সীমান্ত হত্যা ও টিপাইমুখ বাঁধ-এর ব্যাপারে শুন্য-প্রতিরোধ (zero-resistance) বা কোন বাঁধা না দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছে।

- গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের প্রকল্পে সাম্রাজ্যবাদীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যা ভবিষ্যতে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহৃত হবে।

- মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীর কর্তৃক দেশের তেল ও গ্যাস লুট করার রাস্তা সহজ করতে তাদের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করেছে, এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়, TICFA চুক্তি সম্পাদনের সন্ধি করেছে।

- রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে ইসলামী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামীল হয়েছে, যা মার্কিন, বৃটেন ও ভারতের এক নম্বর এজেন্ডা।

সুতরাং, মার্কিন ও ভারতের সেবায় বিশ্বাসঘাতক হাসিনা চেষ্টার কোন কমতিই রাখেনি। কিন্তু তারপরও, যা আমরা ইতোমধ্যে লিফলেটটিতে উল্লেখ করেছি, সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট এটা কোন মূখ্য বিষয়ই নয়, কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, বরং, তাদের কাছে মূখ্য বিষয় হলো, পুরো শাসনব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো, যা তাদের নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হয়; এজন্য প্রয়োজনে সে তার এক দালাল শাসককে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেক দালালকে ক্ষমতায় বসাবে, যারাও একইভাবে তাদের সেবায় ব্যস্ত থাকবে।

মার্কিন-ভারতের দাসত্বে খালেদা জিয়ার ভূমিকা একই:

একথা কারও অজানা নয় যে, খালেদা জিয়া হচ্ছে, বহু বছর ধরে পুষে রাখা মার্কিনীদের বিশ্বস্ত এক দালাল, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর এজন্যই অর্থাৎ, মার্কিন স্বার্থের কারণেই, তার ভারতবিরোধী ছদ্মবেশ, "দেশের প্রতি ভালবাসার" মুখোশ। তার সাম্প্রতিক ভারত সফরে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেখানে সে ভারতের স্বার্থ হাসিলে সব রকম সেবা প্রদানের অঙ্গীকার করেছে, যা সে মূলতঃ মার্কিন হুকুমেই, মার্কিন নীতির কারণেই করেছে যাতে ভারতের সাথে মার্কিনীদের কৌশলগত সম্পর্ক আরও এগিয়ে যায়। খালেদা জিয়া বলেছে, সে অতীত ভুলে যেতে চায়! সে কোন অতীত ভুলে যেতে চায়; এই মুশরিক শত্রুরাষ্ট্রের কোন কুকর্ম সে ভুলে যেতে চায়?

সেনাঅফিসারদের বীভৎস লাশ? নাকি ফেলানীর ঝুলন্ত লাশ? নাকি ফারাক্কা?...

এবং তাকে যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

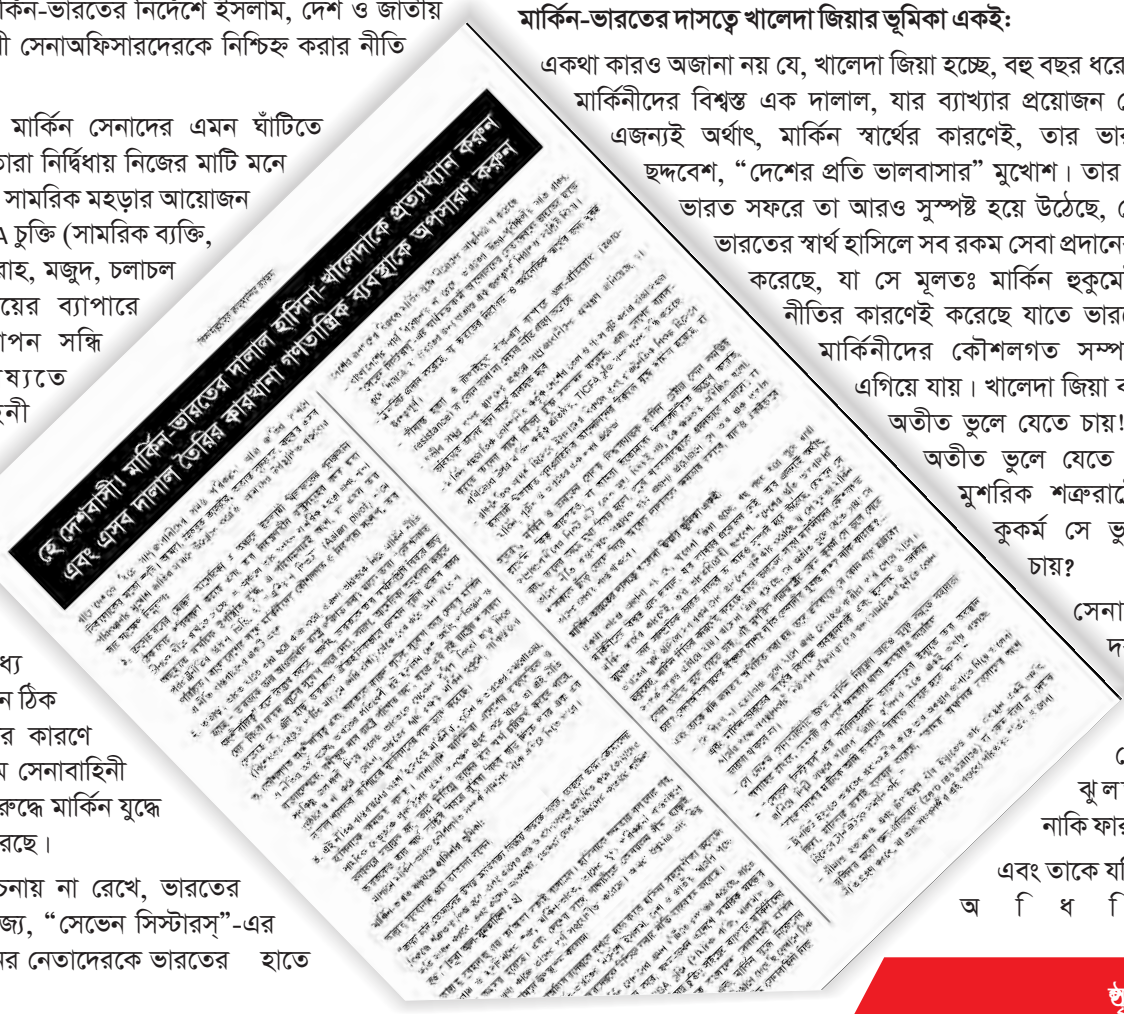

করা হয়, তবে ভবিষ্যতে সে কোন পথে হাটবে?

- সে পিলখানা হত্যাকান্ড ভুলে যাবে এবং সেনাহত্যাকারীরা পার পেয়ে যাবে। এবং মার্কিন-ভারতের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থানকারী এবং ইসলাম ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অবস্থানকারী নিষ্ঠাবান অফিসারগণের জন্য সামরিকবাহিনীতে কোন জায়গা থাকবে না।

- সে দেশের সেনাবাহিনীর উপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা অব্যাহত রাখবে, যেমনটি সে পূর্বে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ও করেছিল।

- "সেভেন সিস্টারস্"-এর স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের ইস্যুতে তার অবস্থান জানিয়ে দিল্লী সফরে খালেদা জিয়া, হাসিনার মতো একই ভাষায় বলেছে, "বাংলাদেশের মাটিকে আমি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দিব না।"

- ট্রানজিট ইস্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার অবস্থান জানাতে গিয়ে খালেদা জিয়া, হাসিনার ভাষাই ব্যবহার করেছে, "আমরা আঞ্চলিক সংযোগের অংশ হিসেবে ট্রানজিটকে সমর্থন করি।"

- সীমান্ত হত্যাকান্ড এবং টিপাইমুখ বাঁধ ইস্যুতেও তার অবস্থান একই অর্থাৎ হাসিনার মতো শুন্য-প্রতিরোধ (zero-resistance) বা কোন বাঁধা না দেয়ার নীতি গ্রহণ করবে, যা তার সফরসঙ্গীর এই বক্তব্যে পরিষ্কার: "তিনি [খালেদা জিয়া] এসব বিষয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করেছেন!"

- আন্তর্জাতিক শক্তিসমুহের অংশগ্রহণে গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির ব্যাপারেও খালেদা জিয়া একমত হয়েছে।

- মার্কিন তেল এবং গ্যাস কোম্পানীর সাথে চুক্তি সই করার ব্যাপারে ও TICFA চুক্তির ব্যাপারেও তার গৃহীত নীতি হাসিনার মতোই।

- এবং রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া তার প্রভুদের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যুদ্ধ অব্যাহত রেখে হাসিনার পথই অনুসরণ করবে।

সুতরাং, খালেদা জিয়া যে হাসিনার মতোই অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের একনিষ্ঠ দাস, তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। এদেশের মানুষ বহুপূর্বে এই আশা ছেড়ে দিয়েছে যে, হাসিনা-খালেদা কোনদিন দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু তারপরও, কিছু লোক খালেদা জিয়ার আড়ম্বরপূর্ণ ভারতবিরোধী বক্তব্যে বিশ্বাস করার কারণে ভাবতো যে, খালেদা এইক্ষেত্রে অন্ততঃ হাসিনা থেকে ভিন্ন। কিন্তু, তারা এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, হাসিনা এবং খালেদা হচ্ছে একই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফসল, যা এমন শাসকের জন্ম দেয় যারা একদিকে দেশের ভিতরে মানুষের জন্য দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে এবং অপরদিকে বিদেশের মাটিতে তাদের প্রভুদের দালাল হিসেবে কাজ করে।

...কিন্তু তারপরও, কিছু লোক খালেদা জিয়ার আড়ম্বরপূর্ণ ভারতবিরোধী বক্তব্যে বিশ্বাস করার কারণে ভাবতো যে, খালেদা এইক্ষেত্রে অন্ততঃ হাসিনা থেকে ভিন্ন। কিন্তু, তারা এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, হাসিনা এবং খালেদা হচ্ছে একই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফসল, যা এমন শাসকের জন্ম দেয় যারা একদিকে দেশের ভিতরে মানুষের জন্য দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে এবং অপরদিকে বিদেশের মাটিতে তাদের প্রভুদের দালাল হিসেবে কাজ করে...

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কারখানা যা এমন দালালদের তৈরি করে!

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকের নিকট ফিরিয়ে দিবে; এবং যখন শাসনকার্য পরিচালনা করবে তখন অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।" [সূরা আন-নিসা : ৫৮]

এই হচ্ছে শাসকদের উপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত হুকুম। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে তার ঠিক উল্টো অর্থাৎ আল্লাহ্'র হুকুম অমান্য করা। এতে শাসক প্রতিনিয়ত জনগণের বিরুদ্ধে অন্যায় শাসন ও বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। ঔপনিবেশিকতাবাদ আগমণের পূর্ব পর্যন্ত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুসলিমদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। খিলাফতের বিলুপ্তির পর, কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম উম্মাহ্'কে নিজেদের মধ্যে টুকরো-টুকরো করে ভাগ করে নিয়ে, সরাসরি মুসলিম দেশগুলোকে শাসন করতে থাকে। যখন অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা সরাসরি শাসন থেকে বিদায় নেয়, তখন তাদের দালালদের সে স্থানে বসিয়ে যায়, যাতে তাদের স্বার্থ হাসিলের পথ অব্যাহত থাকে। বেশিরভাগ দেশে তারা রাজা-বাদশা ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের শাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়, যেমন মধ্যপ্রাচ্যে। যখন এসব দালালদের অন্যায়-অবিচার এবং বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ডে অতিষ্ঠ হয়ে, জনগণ পরিবর্তনের দাবীতে সোচ্চার হয়, তখন এই পশ্চিমা শক্তিরা গণতন্ত্রের শ্লোগাণ নিয়ে হাজির হয়ে নতুন দালালদের ক্ষমতায় বসায়, আরববিশ্বে যার সুস্পষ্ট কিছু নমূনা এখন আমাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান। কিছু কিছু জায়গায় উপনিবেশবাদী শক্তিরা বিদায় নেয়ার সময়ই স্বেচ্ছাচারী শাসক নিয়োগের পন্থা অবলম্বন না করে "গণতান্ত্রিক" ব্যবস্থা রেখে গেছে, কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত হবার পরই যে, এর দ্বারা ক্ষমতা তার দালালদের হাতেই কুক্ষিগত থাকবে, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ভারতে নেহরু এবং পাকিস্তানে জিন্নাহ্'র মাধ্যমে। কখনওবা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের

মার্কিন-ভারতের দালাল হাসিনা-খালেদাকে প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন দেয়ালে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-*এর পোষ্টার।*

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হাসিনা-খালেদাকে প্রত্যাখ্যান এবং এসব দালাল তৈরির কারখানা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপসারণ করার জন্য, দেশবাসীর প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আহ্বান

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর পক্ষ হতে, আজ বাদ জুম'আ, ঢাকা শহরের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাবেশের আয়োজন করা হয়, যেখানে মার্কিন-ভারতের প্রতি হাসিনা-খালেদার দাসত্বের বিষয়টি জাতির সামনের উন্মোচন করা হয় এবং এসব দালাল তৈরির কারখানা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপসারণের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকা, খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে ঠেকাতে এবং চীনের ক্রমোন্নতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে, বাংলাদেশকে মার্কিন-ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। এজন্য সে তার এদেশীয় দালাল শাসকদের ব্যবহার করছে। গত ৪ বছরে হাসিনা সরকার, তার বিভিন্ন বিশ্বাসঘাতক ও দেশবিরোধী কর্মকান্ডের মাধ্যমে, এই নীলনকশা বাস্তবায়নে মার্কিনী ও ভারতীয়দের পূর্ণ সহযোগীতা করে এসেছে। এবং এই একই সেবা প্রদানে বিরোধী দলীয় জোটের প্রধান খালেদা জিয়াও মরিয়া হয়ে আছে, কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের সেবায় হাসিনার সাথে তার কোন পার্থক্য নাই। যদি তার দল ও জোট সরকার গঠন করে, তবে সেও একই বিশ্বাসঘাতক নীতিগুলো চলমান রাখবে।

বক্তাগণ বলেন, হাসিনা ও খালেদা হচ্ছে একই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফসল, যা এমন শাসকের জন্ম দেয় যারা একদিকে দেশের ভিতরে মানুষের জন্য দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে এবং অপরদিকে বিদেশের মাটিতে তাদের প্রভুদের দালাল হিসেবে কাজ করে। এই শাসনব্যবস্থায়, শাসক প্রতিনিয়ত জনগণের বিরুদ্ধে জুলুমের শাসন ও বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। ঔপনিবেশিকতাবাদ আগমণের পূর্ব পর্যন্ত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুসলিমদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। মুসলিম দেশগুলোতে (এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে) সবসময়ই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর পশ্চিমা দালালদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত, যা পূর্বেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। এটা হচ্ছে নব্য-উপনিবেশকতাবাদের ধোঁকাবাজীর এমন এক ঘৃণ্য উপকরণ, যেখানে জনগণ মনে করে যে, তারা শাসককে ভোট দ্বারা নির্বাচিত করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে শাসক হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের একনিষ্ঠ দালাল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও, তার চিত্র একই রকম। স্বাধীনতার পর তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, যারা ছিল বৃটেনের দালাল, তারাই দেশের শাসক হয়েছিল। তারপর জিয়াউর রহমান, যে ছিল মার্কিন দালাল এবং তারপর এরশাদ, যে ছিল বৃটেন-ভারতের দালাল, তারা দেশ শাসন করেছে। এরপর এরশাদের পতনের পর, মার্কিনীদের মদদপুষ্ট খালেদা এবং বৃটিশ-ভারতের মদদপুষ্ট হাসিনা তথাকথিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয় এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই দুই দালালের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হচ্ছে, আর তাদের সাথে থাকছে তাদের জোটভুক্ত বড় মিত্ররা।

পরিশেষে বক্তাগণ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন হাসিনা ও খালেদাকে প্রত্যাখ্যান করে, গণতন্ত্রকে অপসারণ করে এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, যা জনগণের প্রতিটি বিষয়কে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দেখভাল করবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে এবং জনগণের আস্থার মর্যাদা রক্ষা করবে; এবং দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, সম্পদ এবং সেনাবাহিনীর উপর মার্কিন-বৃটেন-ভারতের নিয়ন্ত্রণের পথ চিরতরে রুদ্ধ করবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ
৮ সফর, ১৪৩৪ হিজরী
২১ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ সিরিয়া

দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদার আগমনকে উদ্দেশ্য করে আল-শামের আন্দোলনের জন্য হিযবুত তাহ্‌রীর-এর ইশ্‌তেহার

বৃহস্পতিবার, ২৮শে রমজান, ১৪৩৩ (১৬.০৮.২০১২ ইং) তারিখে লেবাননের ত্রিপোলীতে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর অফিসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ সিরিয়ার মিডিয়া অফিস প্রধান, ইঞ্জিনিয়ার হিশাম আল-বাবা কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি।

শাসকবর্গ এবং সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'আরব বসন্তের' আন্দোলন আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়েছিল। শুরু থেকেই তাদের প্রধান দাবি ছিল জোরালো এবং স্পষ্ট। সকলের সমবেত শ্লোগাণে আমরা যা শুনেছিলাম তা হচ্ছে "জনগণ শাসকগোষ্ঠিকে ছুড়ে ফেলতে চায়"।

তিউনিশিয়া, মিশর, লিবিয়া এবং ইয়েমেনের আন্দোলনের মাধ্যমে শাসককে হয় তার পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে নতুবা হত্যা করা হয়েছে। তারপরেও ঔপনিবেশিক আমল থেকে বাস্তবায়িত একই ধরনের গণতান্ত্রিক, বেসামরিক, এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের ভিত্তিতেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে যা পশ্চিমা দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। সামগ্রিক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে কেবল কিছু চেহারার পরিবর্তন এবং মনোনয়ন, নিয়োগ কিংবা নির্বাচনের পদ্ধতিগত পরিবর্তন।

সুতরাং, যখন আন্দোলনগুলো দিকভ্রান্ত হয়ে যায় এবং পশ্চিমাদের দেয়া বেসামরিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে কিংবা গ্রহণে বাধ্য হয় তখন সেইসব পবিত্র আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আনন্দও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়- যতক্ষণ পর্যন্ত না আল-শামের [সিরিয়ার] আন্দোলন তীব্রতর হয়ে আলোচনার শীর্ষে চলে আসে এবং 'আরব বসন্তের' অভিধানে নতুন ধারণার সংযোজন করে।

আল-শামের আন্দোলন তার পবিত্রতাকে কলুষিত হতে দেয়নি এবং ধর্মনিরপেক্ষ, বেসামরিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্লোগাণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই আন্দোলন অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেছে, "বাশার কি ধর্ম নিরপেক্ষ নয়? তার সরকার এবং সরকারের সংবিধান কি বেসামরিক নয়? আমরা কি বৈশ্বিক ব্যবস্থা হিসেবে পশ্চিমাদের পুঁজিবাদী, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরাজয় দেখিনি? তাহলে কেন আমরা এই ব্যর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রকে পূর্বের ঘূর্ণিপাকের আবর্তে নিমজ্জিত করব, যখন আমাদের কাছে রয়েছে বিশ্বজগতের প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত সংবিধান?!"

আল-শামের আন্দোলন তার ইসলামিক পরিচয় তখনই নিশ্চিত করেছে, যখন সেখানকার জনগণ ঘোষণা করেছে যে, **"এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য"** এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পুরস্কারের প্রত্যাশায়

তারা তাদের দুঃখ-কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছে; যখন সেখানকার মহিলারা একের পর এক সন্তানকে কুরবানির মাধ্যমে *খান্‌সার* উদাহরণ অনুসরণ করেছে; যখন জনগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পতাকাকে (আল-উক্বাব) সুউচ্চে তুলে ধরেছে; এবং যখন *খিলাফত* প্রতিষ্ঠার ডাক প্রতিধ্বনিত হয়েছে, অতএব এই আন্দোলন অন্যগুলোর মত গতানুগতিক নয়।

আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো সিরিয়ার এই পবিত্র আন্দোলনের ব্যতিক্রমতা উপলব্ধি করেছে। এটা বাশার ও তার সরকারের মদদদাতা আমেরিকাকে ক্রোধান্বিত করেছে। এবং সে বাশারকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া, একের পর এক সম্মেলনের আয়োজন ও উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণার মাধ্যমে এবং আরব ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক পাঠানোর নামে পর্যায়ক্রমে বাশার ও সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠির অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। উপরন্তু সিরিয়ায় প্রবাহিত মুসলিমদের রক্ত-স্রোতের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে সে সিরিয়ায় অপরাধী শাসকগোষ্ঠিকে সহায়তা ও সমর্থনের জন্য তার প্রকাশ্য এবং গোপন দালালদের নিযুক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সিরিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্রের সীমা এই পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে যে জালিম বাশারের সমস্ত অপরাধের পরেও তারা পদত্যাগের বিনিময়ে তাকে ও তার পরিবারবর্গের নিরাপদে দেশত্যাগের সুযোগ করে দিতে চায়। এই মুহূর্তে তারা সিরিয়ার আন্দোলনের সাথে এরূপ আচরণই করছে।

আমরা, **হিযবুত তাহ্‌রীর,** দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলাম বিরুদ্ধ গতানুগতিক বেসামরিক রাষ্ট্রের পঙ্কিলতায় ডুবে যাবার মত নয় কিংবা কল্যাণকর পবিত্রতার বদলে অবমাননাকর অকল্যাণকে গ্রহণের মত নয়, অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সুন্নাহ্‌র বিনিময়ে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে গ্রহণের মত নয়। আমরা নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে চাই, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত শেষ দিনগুলো সম্পর্কে দুটি সুসংবাদকে পরিপূর্ণ করবে: যার একটি হচ্ছে সকল মুসলিমের জন্য - তিনি (সাঃ) বলেছেন:

'আবার আসবে *খিলাফত*, নবুয়্যতের আদলে' এবং অপরটি হচ্ছে সুনির্দিষ্ঠভাবে আল-শামের জনগণের জন্য, তিনি (সাঃ) বলেছেন:

'জেনে রেখ, ইসলামের আবাসস্থল হচ্ছে আল-শাম'। এই আন্দোলনে আমরা এই সুসংবাদদ্বয় সত্যি হওয়ার ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি যা এটাকে উৎসাহিত করে।

আমরা এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর ইশ্‌তেহার উপস্থাপন করেছি যা বাশারের সরকারকে উৎখাতের পরে সিরিয়ায় বাস্তবায়নের আহ্বান জানাচ্ছি এবং এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য একটি রোডম্যাপ এর সাথে সংযুক্ত করছি। এই আন্দোলন যাতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো চিন্তাই করতে না পারে এবং পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সুবিধাবাদীরা হস্তগত করতে না পারে সেজন্য আমরা পশ্চিমাদের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপগুলোর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছি।

সিরিয়ার জন্য হিযবুত তাহ্‌রীর-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ইশ্‌তেহারটি নিম্নলিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত:

- রাষ্ট্রের ভিত্তি ও সংবিধানের ভিত্তি হবে ইসলামিক আক্বিদা; এই সংবিধানের সকল অনুচ্ছেদগুলোর ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ, সম্মিলিতভাবে এগুলো থেকে নির্দেশিত ইজমাতুস্ সাহাবা (সাহাবাদের ঐক্যমত্য) এবং কিয়াস্। এর ফলে ইসলামী শারী'আহ্ হবে জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা।
- ইসলামে শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা হচ্ছে খিলাফত যা বর্তমান সকল শাসন ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে ব্যতিক্রম, এটা কোন রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্য, প্রজাতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র কিংবা সন্ধিবদ্ধ প্রাদেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়।
- ইহা কোন যাজকতন্ত্র নয় কিংবা বেসামরিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। বরং এটা হচ্ছে মানবীয় রাষ্ট্র যেখানে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত শারী'আহ্‌র জন্য, যেখানে ইসলামের বিধানসমূহ বাস্তবায়িত হয় এবং কর্তৃত্ব (শাসক নিয়োগের অধিকার) হচ্ছে উম্মাহ্'র (জাতির) জন্য।
- আমরা দারুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই যার নিরাপত্তা শুধুমাত্র মুসলিমগণ কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে, সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা যা কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

  "আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের উপরে কাফেরদের কর্তৃত্ব অনুমোদন করবেন না"। মুসলিম দেশগুলোতে বিদেশী হস্তক্ষেপ অনুমোদন করা গুরুতর অপরাধ যা দেশকে ও দেশের জনগণকে ইসলামের শাসন থেকে এবং এর সুশীতল ছায়াতলে বসবাসের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।
- খিলাফত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা মানবীয় হবে- যা মানুষকে জাতি, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে বিচার না করে মানুষ হিসাবে পুনর্জাগরিত করবে। মানুষকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে ইহা দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত বিধানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে। কারণ সমাধানগুলো এসেছে আল হাকিম (সবচেয়ে জ্ঞানী), আল খাবির (সবেচেয়ে জ্ঞাত) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।
- যে বন্ধন রাষ্ট্রের জনগণকে একতাবদ্ধ করে তা হচ্ছে তাদের নাগরিকত্ব, সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে যাদেরই এই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব থাকবে তাদের প্রত্যেককেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। শাসন, ন্যায় বিচার কিংবা জনগনের বিষয়াদি দেখাশুনার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ জুলুম করা রাষ্ট্রের জন্য বৈধ নয়।
- ইসলামিক রাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে পবিত্র বিধান যা রাষ্ট্র বাস্তবায়নে বাধ্য এবং সকল নাগরিকের জন্যেও সেগুলো মানা বাধ্যতামূলক। মুসলিমগণ সেগুলো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাঃ), ও শাসকের আদেশ-নিষেধ হিসেবে মান্য করবে। আর অমুসলিমগণ মুসলিমদের মতই সেগুলো তাদের দেখাশুনার জন্য, জীবন ও অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের আইন হিসেবে মেনে চলবে - এখানে মূলনীতি হচ্ছে **"মুসলিমদের মত একই ন্যায় বিচার ভোগ করার অধিকার তাদের রয়েছে এবং মুসলিমদের মত তাদেরকেও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে।"**
- অমুসলিমগণ তাদের নিজস্ব বিশ্বাস, প্রার্থনা, খাদ্য-সামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের অধীনে তাদের ধর্মের বিধান অনুসরণের সুযোগ পাবে। তারা রাষ্ট্রের মধ্যে আনন্দে থাকবে এবং মুসলিমদের মতই এর সুফল উপভোগ করবে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জনগণের মালিকানাধীন সম্পদসমূহের বিধান এবং সেগুলো থেকে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ সকল নাগরিকের মধ্যে সমহারে বণ্টনের বিধান।
- ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের দেখাশুনার বিষয়ে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না; এবং ইহা সকল জাতি ও মানুষের সাথে সমান আচরণ করে থাকে; সুতরাং এটা কুর্দি, আরব, তুর্কি এবং অন্যদের মধ্যে কোন বিভেদ করে না। অধিকন্তু এটা নিম্নোক্ত আয়াতের অনুসরণ করে:
- **"আল্লাহ্'র নিকট তোমাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে সবচেয়ে আল্লাহ্‌ভীরু।"** ইসলামী রাষ্ট্র যে কোন বর্ণ, গোষ্ঠী কিংবা জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক বন্ধনের আহ্বানকে জাহিলী হিসেবে বিবেচনা করে যা উম্মাহ্ ও রাষ্ট্রকে বিভক্ত করে, সেইসাথে এটা অত্যন্ত অনিষ্টকর কাজ হিসেবেও বিবেচিত। পশ্চিমারা অতীতে সবসময়ই উম্মাহ্‌কে বিভক্ত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিল এবং তাদের তৎপরতা এখনো বিদ্যমান আছে, যাতে করে উম্মাহ্ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য না করে তাদের আনুগত্য করে – যার পরিণাম

অত্যন্ত ভয়ংকর।

- ইসলাম তার অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে। এবং ইহা পুরুষ বা নারী সকলকেই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিলাস দ্রব্যসমূহ (মৌলিক চাহিদা ব্যতিরেকে) ভোগের ব্যবস্থা করে। ইহা সমগ্র *উম্মাহ্‌র* জন্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণও নিশ্চিত করে। ইসলামের বিধানসমূহ মালিকানা, বিনিয়োগের খাত এবং খরচের পদ্ধতির বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দেয়। এই বিধানসমূহ সম্পত্তির প্রকারভেদ বর্ণনা করে: ব্যক্তিগত সম্পদ; রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং জনগণের সম্পদ; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তেল এবং খনিজ সম্পদ, যেগুলোর উপযোগ সমূহ উম্মাহ্‌র সকল সদস্য উপভোগ করবে। ইসলামের নীতিমালা ভূমি বিষয়ক নিয়মকানুনগুলোও বিবৃত করে, যাতে করে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক মুদ্রানীতি চালু করবে যাতে করে মুদ্রার বিনিময় হার স্থীতিশীল থাকবে এবং বাজারে পণ্যদ্রব্যের স্থিতিশীল মূল্যমানে এর প্রতিফলন দেখা যাবে। মুদ্রা বিনিময়ের জন্য যেসব নিয়মকানুন বাস্তবায়ন করবে সেগুলো ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্যান্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী দেশগুলোর মত একই ধরণের সঙ্কট মোকাবেলার হাত থেকে রক্ষা করবে। অর্থনৈতিক নীতি অনুসারে ব্যক্তি-সাধারণের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চালু থাকবে যেখানে রাষ্ট্রের খবরদারির কোন প্রয়োজন পড়বেনা এবং রাষ্ট্রের তদারকিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ থাকবে। নীতিমালা অনুযায়ী শারী'আহ্ আইন অনুসারে কোম্পানি তৈরির অনুমোদন দেবে এবং একচেটিয়া ব্যবসায়কে প্রতিহত করবে। সুদ, ঋণপত্র বিক্রয়, মালিকানা হস্তান্তরবিহীন সম্পদ বিক্রয় এবং জালিয়াতিকে নিষিদ্ধ করবে। সামগ্রিকভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নেয়া হবে যেখানে *হালাল* এবং *হারামের* নিরিখে শান্তিপূর্ণভাবে ও আনন্দে জীবন ধারণ সম্ভব হবে। এগুলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা করবে এবং মানুষকে সম্পদের দাস বানানো ব্যতিরেকে সম্পদকে মানুষের ভৃত্য বানাবে।
- অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক শারী'আহ্‌র ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। যার মধ্যে রয়েছে ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে *জিহাদ* সম্পাদন। ইসলামী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে সমঝোতা, শান্তিচুক্তি, সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি এবং কুটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে শারী'আহ্ আইন অনুসরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

বাশারের সরকার উৎখাতের পরে যে রোডম্যাপ অনুযায়ী আমরা খিলাফত বাস্তবায়নের আশা করছি:

এই রোডম্যাপটি, পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পদ্ধতিকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য ধারণা তৈরি করা – সাধারণভাবে সকলে জানে যে, সিরিয়ার মুসলিমগণ বাশারের সরকারকে উৎখাত করতে চায় এবং খিলাফত বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ্'র আইনের দিকে ফিরে যেতে চায় যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিরাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সেখানে আমরা দেখি যে, প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র তৈরির পূর্বে তিনি (সাঃ) মদীনাতে ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরি করেছিলেন। এই পর্যায়টি মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বহুকাল পূর্বেই অর্জিত হয়েছে এবং এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র রহমতে আরব বসন্তের মাধ্যমে যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিশেষ করে সিরিয়ার জনগণের মধ্যে যারা দিন-রাত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব তার উৎকণ্ঠাকে আর গোপন রাখতে পারছেনা যে, সিরিয়ায় জঘন্য অপরাধী ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের পরিবর্তে ইসলাম হতে যাচ্ছে সম্ভাব্য স্থানাধিকারী।

যাহোক এটা সেই সমস্ত ইসলামী চিন্তাচেতনা সম্পন্ন নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব যাদের জনগণের মতামত ও চিন্তার উপর প্রভাব রয়েছে যে, তারা তাদের নিজেদের মধ্যে এবং জনগণের মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য ধারণা তৈরি করবে যাতে করে কেউ সেইসব আন্দোলনের প্রতারণার শিকার না হয় যেগুলো ইসলামী স্লোগাণ দেয় কিন্তু বেসামরিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিকল্পনাকে আঁকড়ে ধরে।

- নিয়মিত সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, পক্ষত্যাগকারী সেনা অফিসারগণ এবং অস্ত্রধারী দলসমূহের মধ্যে যারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী মুসলিমগণ রয়েছেন তাদের সকলের ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা – পশ্চিমা বিশ্ব, তাদের দালাল এবং স্থানীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা দখল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপচেষ্টাকে রুখে দেয়ার জন্য তাদের সকলের একত্রে কাজ করা উচিত এবং ক্ষমতা প্রদানের জন্য তাদের এমন ব্যক্তিবর্গকে বেছে নেয়া উচিত যারা এর যোগ্য, যারা ইসলামী রাজনৈতিক পরিকল্পনা ধারণ করে ও যথাযথভাবে বুঝতে পারে এবং যাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পশ্চিমা প্রভুদের সাথে চুক্তি সম্পাদন ব্যতিরেকে এটা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিজস্ব ক্ষমতার উপর বিপুল প্রত্যাশা রয়েছে।

...সামগ্রিকভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নেয়া হবে যেখানে হালাল এবং হারামের নিরিখে শান্তিপূর্ণভাবে ও আনন্দে জীবন ধারণ সম্ভব হবে। এগুলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা করবে এবং মানুষকে সম্পদের দাস বানানো ব্যতিরেকে সম্পদকে মানুষের ভৃত্য বানাবে...

আল্লাহ্'র অশেষ রহমতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ঘোষণা করেছে যে তারা ইসলাম দ্বারা শাসিত হতে চায়। এবং আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ধন্যবাদ জানাই যে, এই উম্মাহ্ শাসক, রাজনীতিবিদ, ব্যবস্থাপক, বিচারক এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে দক্ষ ও সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। সুতরাং খিলাফত বাস্তবায়নের মহান দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের জীবনমান নিশ্চিত করতে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়নের যোগ্যতা অর্জন, সমগ্র বিশ্বে ইসলাম সম্প্রসারণের জন্য মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা, এবং আদর্শিক ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর সাথে মোকাবেলা ও ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশ্বে নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্রে পরিণত করার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।

এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা, **হিযবুত তাহ্‌রীর,** ঘোষণা করছি যে, আমরা এই আন্দোলনের আন্তরিক ব্যক্তিবর্গের সাথে কাজ করছি এবং আমাদের সকল আন্তরিকতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়ে এই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু অর্জনে সচেষ্ট রয়েছি। এবং এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও সফলতা বাস্তবেই সম্ভব, যা সত্যিকারের পরিবর্তন ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জন করবে।

শাহাদা (উক্বাব) পতাকা এবং ইসলামের ব্যানারে আন্দোলন চত্বর প্লাবিত হয়ে গেছে, আন্দোলনকারীদের ত্বাক্‌বীর ধ্বনি এবং "আমরা সিরিয়ায় ইসলামী খিলাফত চাই" ও "জনগণ আবার খিলাফত চায়" স্লোগাণসমূহ আন্দোলন চত্বর প্রকম্পিত করেছে। আমাদের সদস্যগণ এই আন্দোলনের

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

ড. গোলাম মাওলাকে জেল গেট থেকে অপহরণ এবং তারপর তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা:

হাসিনা সরকারের চরিত্রের নমূনা হচ্ছে রাসূল (সাঃ) বর্ণিত হাদিসের মতো, "তোমরা যদি এতোই নির্লজ্জ্ব হয়ে থাকো তাহলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো"

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (২০১২) **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সিনিয়র সদস্য প্রফেসর ড. সৈয়দ গোলাম মাওলাকে জেল গেট থেকে অপহরণ করে সরকার তাকে ৬ দিন অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখার পর গত ২৫শে সেপ্টেম্বর (২০১২) তাকে কোর্টে হাজির করে জানায় যে তাকে ১ দিন পূর্বে ঢাকার গুলশান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিথ্যাবাদী সরকারের দাবি, প্রফেসর ড. সৈয়দ গোলাম মাওলা নাকি গত ২৪শে ডিসেম্বর রাসূল (সাঃ) এর অবমাননাকারী মার্কিন চলচ্চিত্রের প্রতিবাদে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের বাইরে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বিক্ষোভের মূল পরিকল্পনাকারী। ড. গোলাম মাওলাকে যেদিন কোর্টে হাজির করা হলো সেই একই দিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে স্বাক্ষাৎ করে এবং রাসূল (সাঃ) এর অবমাননার প্রতিবাদ করায়, মুসলিমগণ ও **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সদস্যদের যাতে শাস্তি দেয়া হয় এজন্য সরকারকে হুকুম প্রদান করে। যা মার্কিনীদের দ্বৈত চরিত্রের আরেক নমূনা, যদিও একদিকে তারা বলছে যে, আমরা এ ঘৃণ্য চলচ্চিত্রের নিন্দা জানাই এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে স্বাগত জানাই। অপরদিকে হাসিনা সরকারের চরিত্রের নমূনা হচ্ছে রাসূল (সাঃ) বর্ণিত হাদিসের মতো, **"তোমরা যদি এতোই নির্লজ্জ্ব হয়ে থাকো তাহলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।"** ড. গোলাম মাওলাকে মুক্তি প্রদানের সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পরও সরকার তাকে মুক্তি না দিয়ে, আইনের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছে, অথচ তারা প্রতিনিয়ত দাবি করে যে তারা আইনের শাসনে বিশ্বাসী এবং তারা একে সুউচ্চে ধারণ করে। ড. গোলাম মাওলাকে গুম করে, তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির না করে, বরং অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখে, তার পরিবারকে কোন খোঁজ না দিয়ে, সরকার মানবাধিকারের সকল আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছে, অথচ তারা প্রতিনিয়ত দাবি করে যে তারা মানবাধিকারে বিশ্বাসী এবং তারা একে সুউচ্চে ধারণ করে। এবং এখন কোন লজ্জা-শরমের বালাই না করে, এই যালিম সরকার একজন সৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষক, যিনি ডায়াবেটিস ও মেরুদন্ডের রোগে আক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে পুনরায় মিথ্যা মামলা সাজিয়ে সরকার তার গুনাহ্-এর বোঝা বাড়ানোয় মগ্ন হয়েছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর সরকারকে জানাতে চায় যে, সরকার যদি মনে করে যে ড. গোলাম মাওলা হচ্ছেন **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর এমন নেতা যাকে ছাড়া সংগঠন তার রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে অক্ষম, তাহলে তা হচ্ছে সরকারের এক সস্তা স্বপ্ন। এটা হয়নি এবং কখনওই হবার নয়। হিযবুত তাহ্‌রীর, আওয়ামী লীগের মতো একজন ব্যক্তিকেন্দ্রীক সংগঠন নয়। বরং তা হচ্ছে একটি আদর্শিক সংগঠন (ideological party) যেখানে নেতার কোনও কমতি নেই। তাছাড়া কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব, সংগঠনের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার কোন উৎস নয় বরং তার উৎস হচ্ছে, ইসলামিক আদর্শের (Islamic ideology) বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব (intellectual leadership) এবং সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাহায্য ও সমর্থন। সুতরাং, অবিলম্বে ড. গোলাম মাওলাকে মুক্তি প্রদান করুন, সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে কোন পাকড়াও আসার পূর্বে।

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ যালিমদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন এবং তাদেরকে পালাতে না দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

"এটা ভেবো না যে, যালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বেখবর, বরং তিনি তাদেরকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন মাত্র, যেদিন চক্ষুসমূহ বিভীষিকা দেখে বিস্মিত হবে।" [সূরা ইব্রাহিম : ৪২]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ
১১ জিলক্বদ, ১৪৩৩ হিজরী
২৭ সেপ্টেম্বর, ১২ খ্রিস্টাব্দ

...১১ পৃষ্ঠার পর থেকে

সন্ত্রাস বিরোধী বিল : মুসলিম উম্মাহ্‌কে নির্যাতনে...

হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"অবশ্যই আমি এবং আমার রাসূল জয়ী হবো।"** [সূরা আল-মুজাদালাহ্ : ২১]। তায়েফের ঘটনার খুব অল্প সময় পার হওয়ার পরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসূল (সাঃ) কে কিছু লোকের সান্নিধ্য এনে দিয়েছিলেন যারা তাদের সমাজে প্রভাবশালী ছিলেন, যাদেরকে আনসার বলা হয়, যারা রাসূল (সাঃ) কে এবং দ্বীন ইসলামকে রক্ষার জন্য তাদের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তারা তাকে (সাঃ) আনুগত্যের বাই'আত দিয়েছিলেন এবং মদীনাতে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুসলিমদের যখন একটা রাষ্ট্র ছিল তখন তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এমনকি অমুসলিমদেরও এবং তাদের ইবাদতের জায়গাগুলোকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এমনকি শত্রুরা এই রাষ্ট্রকে ভয় করত।

আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে আপনাদের হাত তুলুন, ইসলামকে আকঁড়ে ধরুন এবং একটি আদর্শ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রতি আহ্বান করুন, যা ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা একটি ফরয বিষয়। একমাত্র খিলাফতই হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র যা সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা দিবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেভাবে তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। যে জীবন বিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্য (সমাজে ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের (নিরাপত্তা) ও শান্তিতে বদলে দিবেন।" [সূরা আন নূর : ৫৫]

হিযবুত তাহ্‌রীর, পূর্ব আফ্রিকা

ওবামার পুনঃনির্বাচন এবং মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত

আমেরিকা সম্প্রতি তার ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচনে ৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এমন একজনকে পুনঃনির্বাচিত করেছে যা তাদেরকে নতুন কিছুই দিতে সক্ষম নয়। "পরিবর্তন" বা "সামনে এগিয়ে চলা" ইত্যাদি গালভরা শ্লোগাণ সত্বেও ওবামা'র শাসনমেলে মূলতঃ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ওবামা তার বিজয় ভাষণে বর্তমান হতাশাজনক পরিস্থিতিকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেও বাস্তবতা এড়ানো সম্ভব নয়। শেয়ার বাজারের নিম্নগতি মার্কিন জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে তারা চার বছর অতিক্রম করেছেন তা এখনো শেষ হয়নি। অর্থনীতি ধ্বংসপ্রায়, সরকার স্থবির, জনগণ বিভক্ত এবং পররাষ্ট্রনীতি আগের মতই।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি মূলতঃ মুসলিমবিশ্বের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। এখানেও কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়না। মুসলিম বিশ্বের অনেক নেতাই ওবামার পুনঃনির্বাচনকে স্বাগতঃ জানিয়েছে এই আশায় যে আমেরিকা তাদের সমর্থন দেয়া এবং তাদের রক্ষা করার নীতি অব্যাহত রাখবে। এটা সাধারণ মুসলিমদের চিন্তার বিপরীত, যারা ওবামাকে তার পুর্বসূরী বুশের মতই একজন ক্রুসেডার হিসাবে দেখে থাকেন। তাদের কাছে মার্কিন স্বার্থরক্ষায় মুসলিম রক্তক্ষরণে উন্মত্ত, যুদ্ধবাজ রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রয়েছে। ইরাক এবং আফগানিস্তানের পর ওবামার শাসনামলে এই যুদ্ধের ক্ষেত্র ড্রোন হামলার মধ্যদিয়ে পাকিস্তান, ইয়েমেন এবং সোমালিয়াতে বিস্তৃত হয়। রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর স্মরণকালের ভয়াবহতম গণহত্যার জন্য দায়ি মায়ানমার সরকারকে প্রকাশ্য এবং সিরিয়াতে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া আসাদকে গোপন সমর্থন দানের মধ্য দিয়ে ওবামা'র প্রথম শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে। তার দ্বিতীয় শাসনামল কি কোন পরিবর্তন বয়ে আনবে?

না, বরং আরব সহ মুসলিম বিশ্বের জনগণ ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে মার্কিন আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে, সিরিয়া যার উত্তম উদাহরণ। এই সকল অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি হচ্ছে যে, মুসলিম জনগণ মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে দমিয়ে রাখার বিষয়টিকে ঘৃণা করে। এটি মার্কিনীদের জন্য একটি অস্তিত্বের সংকট, যা কাটানোর জন্য তারা মুসলিম বিশ্বে আরো ঘনিষ্টভাবে হস্তক্ষেপ করবে।

মার্কিনীদের খেদানো এখন মুসলিম বিশ্বের চিন্তা এবং আবেগের কেন্দ্র জুড়ে রয়েছে। ওবামার দ্বিতীয় মেয়াদে তা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে যখন আরো বেশি মুসলিম দেশ ক্রমান্বয়ে মার্কিন আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হবে। অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করেন। অনেকে আবার মার্কিন সমর্থিত শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকে বেছে নেন। কিন্তু এই দুটি পদ্ধতিই অতীতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবে। আরব বিদ্রোহ থেকে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে মার্কিনীরা সেনাবাহিনীর মাধ্যমে একদিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যদিকে বিদ্রোহীদের দমন করে। সুতরাং একমাত্র সেনাবাহিনীই হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি। সুতরাং মুসলিমগণ যদি সত্যিকারভাবে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন কামনা করেন তবে তাদের উচিত আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির অনুগত সেনাবহিনীকে পক্ষ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা।

> ...রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর স্মরণকালের ভয়াবহতম গণহত্যার জন্য দায়ি মায়ানমার সরকারকে প্রকাশ্য এবং সিরিয়াতে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া আসাদকে গোপন সমর্থন দানের মধ্য দিয়ে ওবামা'র প্রথম শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে। তার দ্বিতীয় শাসনামল কি কোন পরিবর্তন বয়ে আনবে?...

এটি হচ্ছে সমাধানের একটি দিক মাত্র। সমাধানের অন্যদিকটি হচ্ছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে বর্তমান জাতি রাষ্ট্রের ধারণাকে কেন্দ্র করে। এমনকি যারা ইসলামিক সমাধানের কথা প্রচার করেন তারাও শুধুমাত্র একটি ইসলামের আবরণযুক্ত, দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি সম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাছাকাছি কিছু একটাকেই তুলে ধরেন। তিউনিসিয়া, মিশর বা অন্যত্র মার্কিনীরা এমনটিই চেয়েছে। একমাত্র যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে তা হচ্ছে খিলাফত। তাই মুসলিম বিশ্বের জনগণের করণীয় হচ্ছে এই ধারণাটিকে গ্রহণ করা এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে এর পক্ষে অবস্থান গ্রহণের দাবি জানান। অন্যথায় ২০১৭ সালের নির্বাচনও পার হবে কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্ আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির দখলদারিত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

আবেদ মুস্তফা

সদস্য, **হিযবুত তাহ্‌রীর**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ আফগানিস্তান

ন্যাটো বর্হিভূত প্রধান মিত্র:
আফগানিস্তানে উপনিবেশবাদের আর এক নাম

এ বছরের ৮ জুলাই "বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের মোড়ল" আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন একটি অঘোষিত সফরে হঠাৎ আফগানিস্তানের কাবুলে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সে আমেরিকার কর্তৃক ক্ষমতায় বসানো দালাল সরকারের সাথে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেয় যে, বারাক ওবামা (এ শতকের ফেরাউন) আফগানিস্তাকে ন্যাটো বর্হিভূত প্রধান মিত্র হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। ফলে মিশর, জাপান, ইসরাইল এবং অন্যান্যদের মতো আফগানিস্তান হচ্ছে এখন আমেরিকার ১৫তম ন্যাটো বর্হিভূত মিত্র। এবং পাকিস্তান ২০১৪ সালে এ জোটভূক্ত হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পশ্চিমাদের এ সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে আফগানিস্তানের মুসলিমদের সর্তক থাকতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে:

- আফগানিস্তানের সাথে কৌশলগত চুক্তি সই করার ঠিক পরই মার্কিনীরা, আফগানস্তানকে ন্যাটো বর্হিভূত প্রধান মিত্র হিসাবে ঘোষণা দিল। আফগানিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে অনেক রকেট হামলা করা হয় কিন্তু আমেরিকা কৌশলগত চুক্তি অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান যে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার (আই এস আই) প্রাক্তন প্রধান শুজা পাশা আফগানিস্তানে তার গোপন সফরের সময় আফগান কর্তৃপক্ষকে বলেছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকগুলো গ্রুপ রয়েছে, যারা সরাসরি আমেরিকার আদেশে চলে এবং আফগানিস্তানে মিসাইল হামলা করে, কারণ সেভাবেই তাদেরকে করতে বলা হয়। আমেরিকার দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থরক্ষার জন্য এটা করা হয় এবং এমনকি সেনাবাহিনীর উপরের স্তর থেকেও এ গ্রুপগুলোকে থামাতে পারেনা। এটি সুস্পট যে, ক্রুসেডাররা সীমান্তের উভয় পাশে জোট এবং চুক্তির নামে এ অঞ্চলে উপনিবেশের দুর্বিপাককে আরো গভীরতর করতে এবং উম্মাহ্'কে প্রতারিত করতে ক্লান্তিহীন চক্রান্তে লিপ্ত।
- আফগান জনগণ যেভাবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল এবং তাদের ভূখন্ড থেকে উপনিবেশবাদীদের বিতাড়িত করেছিল, অথচ দালাল সরকার তা না করে, উল্টো তাদের সাথে কৌশলগত চুক্তি সই করেছে, যা সুস্পষ্ট হারাম। সুতরাং, উপনিবেশবাদীদের কর্তৃক আফগানিস্তানকে ইসরাইলের মতো ন্যাটোর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ঘোষণা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আফগান সরকার, আফগানিস্তানের মুজাহিদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং তারা হচ্ছে পাশ্চাত্যের দালাল, এবং প্রতারক ফাসিক; এরা জনগণের উপর শারী'আহ্ প্রবর্তনের পরিবর্তে গণতন্ত্র আরোপ করার চেষ্টা করছে।
- কৌশলগত চুক্তি সই ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র হিসেবে ঘোষণা করার পরবর্তী ফলাফল আজ আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান – পশ্চিমারা রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধনের পাশাপাশি উম্মাহ্'র সন্তানদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থে উম্মাহ্'র সন্তানেরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে এবং ইহকাল এবং পরকালের কল্যান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- দূর্ভাগ্যবশতঃ কতিপয় গণমাধ্যম থেকে প্রচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, উপনিবেশবাদীদের মোড়লের সাথে মিত্রতাই হচ্ছে, আফগানিস্তানের স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্বের জিম্মাদার। তারা শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতাশা করে, যারা প্রতিদিনই শত শত নিরীহ মুসলিমদের হত্যার সাথে জড়িত এবং বিভিন্নভাবে আমাদের দ্বীনকে আক্রমন করেছে। উপনিবেশবাদীদের সৈন্যরা কান্দাহার প্রদেশের পঞ্চায়ী জেলায় আমাদের নিরীহ মানুষকে হত্যা করে পুড়িয়ে মেরেছে এবং উত্তর কাবুলের বাগরাম বিমান ঘাটিতে আমাদের পবিত্র কুর'আনকে অবমাননা করেছে।

হে আফগানিস্তানের মুসলিম ভাইয়েরা, আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থের নামে উপনিবেশবাদী কাফির দ্বারা চলমান প্রপাগান্ডা এবং কতিপয় কূট সংবাদমাধ্যমের দ্বারা সমর্থিত প্রচারণা দ্বারা প্রতারিত না হওয়ার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর** আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। বিগত দশক ধরে কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, এর মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং মানবাধিকার ও স্বাধীনতার শ্লোগাণের মিথ্যাচার এবং মুনাফেকীর অভিজ্ঞতা আপনাদের রয়েছে। রক্তপাত, দারিদ্রতা, অনৈতিকতা, দূর্নীতি এবং দখলদারিত্বকে আরো শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ায়, আপনারা এ ব্যবস্থা ও আদর্শের ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই আবার প্রতারিত হবেন না, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

"তারা কি লক্ষ্য করে না, তারা প্রতিবছর দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।" [সূরা আত-তওবা : ১২৬]

সুতরাং, পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে শক্ত আদর্শিক অবস্থান গ্রহণ করাই হচ্ছে আফগানিস্তানের মুসলিম, মুজাহিদ জনগণের কর্তব্য। তাদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যেকোন ধরণের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী শারী'আহ্ অনুসারে প্রতিক্রিয়া করতে হবে এবং সংগ্রাম করতে হবে, যাতে তাদের শত্রুরা অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়ে, মুসলিম ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত হয় এবং আফগানিস্তানের মুসলিম জনগণ ও অন্যান্য মুসলিম ভূখন্ড খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ইসলামী জীবনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তৈরী হতে পারে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

"আল্লাহ্ তাঁর শ্বাশত বাণী দ্বারা বিশ্বাসীদের শক্তিশালী করেন পার্থিব জীবনে ও পরকালে; এবং অন্যায়কারীদের ভ্রান্তপথে ছেড়ে দেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, তাই করেন।" [সূরা ইব্রাহীম : ২৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ আফগানিস্তান
মঙ্গলবার, ২০ শাবান, ১৪৩৩ হিজরী
১০ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

লিফলেট : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** পূর্ব আফ্রিকা

সন্ত্রাস বিরোধী বিল : মুসলিম উম্মাহ্‌কে নির্যাতনে কেনিয়া সরকারের নুতন কুটকৌশল

কেনিয়ার সংসদ কর্তৃক সন্ত্রাস বিরোধী বিল ২০১২ এখন থেকে যে কোন সময়ের মধ্যে পাশ হতে পারে। এটা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে কেনিয়ার মুসলিম ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবন বিপজ্জনক এবং নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে পড়তে চলেছে। এমনকি এই বিলের ইতিপূর্বে বেশ কিছু মুসলিম তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, সুতরাং এই নতুন বিল মুসলিমদের উপর নির্যাতনকে প্রসারিত ও বৈধতা দানের আরেকটা পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও বলা হচ্ছে এই বিলটি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, যা সুস্পষ্টভাবেই একটি মিথ্যা বুলি। কারণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে কোন সরকারের জন্যই তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও প্রতিবেশীদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রাখা আবশ্যক। সোমালিয়ায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের জন্য সরকার তার আর্মি প্রেরণ এবং আল শাবাবের উপর বিজয় ঘোষণা করার দশ মাস অতিবাহিত হবার পর বাস্তবতা হলো কেনিয়ার আর্মি যখন সোমালিয়ায় তখন কেনিয়ার জনগণ আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এসব আক্রমণ সন্ত্রাসবিরোধী বিল পাশ করানোর জন্য একটি পরিকল্পিত ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাড়া কতিপয় বিপথগামী যুবকদের একটি দল দিনে-রাতে প্রতিনিয়ত জনগণকে হত্যার মাধ্যমে আতঙ্কের মধ্যে রেখেছে- সেটাকে সন্ত্রাসবাদ বলা হচ্ছে না অথবা তাদেরকে সন্ত্রাসীও বলা হচ্ছে না এবং এমনকি এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য কোন সন্ত্রাসবিরোধী বিল তৈরি করা হয়নি কেননা তাদের কোনো ইসলামিক লেবাস নেই। অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে কিভাবে সরকারের নির্ঘূম চোখ সোমালিয়ার সন্ত্রাসীদের দেখতে পারে কিন্তু কেনিয়ার সন্ত্রাসীদের নয়?? এটা এখন স্পষ্ট যে, সরকারের অবস্থান হলো মুসলিমদের সম্পর্কে ঘৃণা এবং শত্রুতা উস্কে দেয়া। এবং অন্যদেশের এজেন্ডা থেকে মুক্ত থাকার তাদের এই দম্ভ বুলি নিতান্তই একটি মিথ্যা বুলি কারণ সরকার আমেরিকাকে খুশী করার জন্যই মূলতঃ সবকিছু করছে, যে আমেরিকা কেনিয়া সরকারকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে নির্যাতন করার কাজকে চালিয়ে যাবার জন্য। অনিবার্যভাবেই, সরকার দেশের মুসলিমদেরকে আমেরিকার নির্দেশেই নিধন করতে প্রস্তুত, যে আমেরিকা উপনিবেশিক আদর্শের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

হে মুসলিমগণ! হিযবুত তাহ্‌রীর, পূর্ব আফ্রিকা, আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এই নির্যাতন ও শত্রুতার সম্মুখীন আমরাই প্রথম নয়। মূলতঃ কুফরব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপনের এটি একটি স্বাভাবিক পরিণতি যেটা কখনই ফিতনা ছাড়া শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তৎকালীন মক্কার জাহেল কুফর ব্যবস্থায় আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তার সাহাবাগণ (রা.) একই নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইসলামের প্রতি মক্কার কুরাইশদের প্রবল ঘৃণার কারণে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করেছিল, মুসলিমদেরকে নির্যাতন করেছিল, তাদেরকে বয়কট এবং হত্যা করেছিল। ইসলাম দ্বারা তাদের নির্যাতন ও দুর্নীতি যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে না পারে সেজন্য তারা তাদের নির্যাতন ও দুর্নীতির রক্ষাকবচ হিসেবে যা যা করার দরকার তাই করেছিল। আপনাদের নিকট এটাই প্রত্যাশিত যে রাসূলের দৃষ্টান্ত সঠিকরূপে অনুসরণে সার্বজনীনভাবে ইসলামের আহ্বানের পথে দৃঢ় থাকা। আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুৎ আহ্বানের ফিতনার ফাঁদে পতিত হওয়া উচিত নয়, যা আপনাদের শত্রুদের একান্ত কামনা; অথবা শারী'আহ্‌ প্রত্যাখানের মাধ্যমে শত্রুর যন্ত্রণা থেকে আমরা রেহাই পাবো এই আশা করাও গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম হলো আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি দায়িত্ব।

ইসলামের আহ্বানের এবং পালনের প্রতি মুসলিমদের দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা দেখে এবং বুঝে অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হবে। আপনাদের কাজ হলো এই কুফর উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আহ্বানে দৃঢ় অবস্থান নেয়া, যে ব্যবস্থা অত্যাচার, নির্যাতন, দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির মূল কারণ; এবং আমেরিকা ও তার মিত্ররা খুব ভাল করেই জানে যে তাদের এই জীবনব্যবস্থা মৃত্যু শয্যায়, এটার দাফনের ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে।

হে মুসলিমগণ! আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যবহার করে সন্ত্রাসবিরোধী বিল নামক এই অপকর্মের বিরুদ্ধে এক উম্মাহ্‌ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার, মাযহাব-বর্ণ-আঞ্চলিকতা ইত্যাদি নির্বিশেষে এক কণ্ঠস্বরে কথা বলার এটাই প্রকৃত সময়। **হিযবুত তাহ্‌রীর,** পূর্ব আফ্রিকা আপনাদেরকে সাবধান করছে, আপনারা কখনই এই ফাঁদে পতিত হবেন না যে এই বিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয় বরং শুধুমাত্র সন্ত্রাসীদের জন্য; অথবা শত্রুদের এ মিথ্যা অভিযোগ মেনে নিবেন যে, আপনাদের মধ্যে সন্ত্রাসী রয়েছে এবং তারপর একে অন্যকে দোষারোপ করবেন, ঘৃণা করবেন এবং এমনকি একে অন্যকে শত্রুর হাতে তুলে দিবেন। এটা করার মাধ্যমে মূলতঃ আমরা আমাদের শত্রুদের হাতকেই শক্তিশালী করব এবং আমরা ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের বিরুদ্ধে চলে যাব, যেখানে আল্লাহ্‌ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"নিশ্চই মুসলিমরা হলো ভাই ভাই।"** [সূরা হুজুরাত : ১০]

হে সম্মানিত ইমামগণ! আমরা আপনাদেরকে এই আয়াতটিকে ভেবে দেখতে বলছি, **"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই কিয়ামতের দিন তাদের মহা মর্যাদা দান করবেন।"** [সূরা আল-মুজাদালাহ্‌ : ১১]। এটা অবগত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আপনারা আপনাদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে এই অপকর্ম, যেটা বিশেষ করে আপনাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, তার বিরুদ্ধে কথা বলে মিম্বারের সঠিক ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, এই উম্মাহ্‌ সকল অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্যে আবর্তিত এবং তারা আপনাদের নিকট থেকে এই যুলুমের বিরুদ্ধে কথা শোনার প্রত্যাশা করে এবং কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষারোপ করার সরকারী এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হবেন না। এবং আপনাদের অবশ্যই তাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর দোয়ার বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যখন তিনি (সাঃ) তায়েফবাসীর নিকট থেকে শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এবং উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা যখন তীব্রতর হয়, তখন আমরা যদি অবশ্যই সত্যের পথে দৃঢ় থাকি তাহলে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বিজয় আরো নিকটতর

০৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...

বৃহৎ শক্তিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত

সিরিয়া ও মিয়ানমারে মুসলিম নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বরং, তাদের ভূমিকা আরও নির্লজ্জ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, কারণ তারা একদিকে বিশ্বে মানবাধিকারের বুলি আওড়ায়, অন্যদিকে মজলুম মুসলিমদের ক্ষেত্রে না দেখার ভান করে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিষয়ক বিদায়ী কূটনীতিক কফি আনানের বক্তব্যে এই সংস্থাটির সামগ্রিক নিষ্ক্রিয়তা আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে, যেখানে সে বলেছে, "খারাপ পরিস্থিতি থেকে সিরিয়াকে এখনও রক্ষা করা সম্ভব।" অত্যাচারী বাশার আল আসাদকে প্রতিদিন নিষ্ঠুরভাবে নরহত্যা থেকে থামানোর জন্যে ২০,০০০ সিরিয়াবাসীর আত্মত্যাগ কী বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়?

মিয়ানমারে গণহত্যা ও মুসলিম নিধনে বৃহৎ শক্তিগুলোর উদাসীন ভূমিকা যেকোনো বিবেকবান মানুষের কাছে একইভাবে বেদনাদায়ক। তাদের এই নীরবতা তথাকথিত শান্তিকামী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্তৃক মুসলিমদের রক্ত ঝরানোর স্পৃহা, মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত লুণ্ঠন ও মুসলিম সম্প্রদায়কে একঘরে করার বাসনাকে উস্কে দেয়। ঘটনাক্রমে এই বৌদ্ধরাই গণতন্ত্রের দাবীতে বিক্ষোভ করে পশ্চিমাদের কাছ থেকে প্রশংসা পায়, অথচ মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের নারকীয় হত্যাকান্ড পশ্চিমাদের চোখে ধরা পড়েনা!

বহু বছর ধরে চলমান সিরিয়া এবং মিয়ানমারে মুসলিমদের উপর অমানবিক নির্যাতন সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিগুলো ভালোভাবেই অবগত। আসাদ শাসনামলের নিষ্ঠুরতা ও মিয়ানমারের জান্তা সরকারের ধূর্ততা ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লিখিত। ১৯৮২ সালে হাফিজ আল আসাদ কর্তৃক হামা শহরে বোমা বর্ষণ করে নারী, শিশুসহ ৩০,০০০ মানুষের গণহত্যা বিশ্ব অতি নীরবে প্রত্যক্ষ করেছিল। একইভাবে বছরের পর বছর বিশ্ব, রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিধন নীরবে প্রত্যক্ষ করছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্বঘোষিত ত্রাণকর্তা হিসেবে খ্যাত খোদ জাতিসংঘই রোহিঙ্গাদের বিশ্বের সবেচেয়ে বেশি নির্যাতিত সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করে মিয়ানমারকে এশিয়ার ফিলিস্তিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সকলের জানা আছে যে, ১৯৬২ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী তথা মুসলিম নিধন কর্মসূচী শুরু করে যা সাম্প্রতিক সময়ে আরো বেগবান হয় ও ভয়াবহতা আরো বেড়ে যায়।

> "তারা শুধু তোমাদের ধ্বংসই কামনা করে। বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে উঠেছে, আর যা তাদের অন্তরে লুকিয়ে আছে তা আরও ভয়াবহ। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করো হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" [সূরা আলি ইমরান : ১১৮]

জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিদের ভূমিকায় মুসলিম হিসেবে আমরা কি বিস্মিত হবো না? উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জাতিসংঘের স্থায়ী ৫টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক মুসলিমদের ওপর সীমাহীন নির্যাতনের কথা। মার্কিনীদের ইতিহাস হচ্ছে সামরিক ক্যু, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, চোরাগোপ্তা হামলা ও দখলদারিত্বের মাধ্যমে পৃথিবীর মাটিকে মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত করার ইতিহাস। ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সোমালিয়া এবং ইয়েমেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আমেরিকার সন্ত্রাসী যুদ্ধের দিকে তাকালেই যেকেউ মুসলিমদের প্রতি মার্কিনীদের বিদ্বেষ উপলব্ধি করতে পারবে। অন্যদিকে পুরাতন ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটেন এবং ফ্রান্স যথাক্রমে ভারত বিভাগ ও আলজেরিয়ার স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধে অসংখ্য মুসলিমদের রক্ত ঝরিয়েছে। উভয় শক্তিই আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সকল ক্রুসেডে মার্কিনীদের সাথে একসাথে কাজ করছে। রাশিয়া ও চীনও সমানভাবে দোষী। রাশিয়া চেচনিয়াতে মুসলিমদের গণহত্যা লুকাতে গ্রোজনি শহরকে পুনর্নির্মাণ করেছে। চীন জিনজিয়ানে মুসলিমদের ওপর নির্বিচারে আক্রমন চালাচ্ছে এবং তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

মানবতাবিরোধী এইসব অপরাধ সংঘটনের পরও মুসলিমদের রক্ত লিপ্সুতা তাদের কমেনি, কেননা তাদের আসল ইচ্ছা ইসলামের পুরোপুরি ধ্বংস। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তারা শুধু তোমাদের ধ্বংসই কামনা করে। বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে উঠেছে, আর যা তাদের অন্তরে লুকিয়ে আছে তা আরও ভয়াবহ। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করো হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" [সূরা আলি ইমরান : ১১৮]

অধিকন্তু তাদের এইসব অপরাধ অন্যান্য দেশসমূহকে উৎসাহিত করছে মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে। ইসরাইল ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে যা হিটলার ইহুদি যুদ্ধবন্দিদের সাথেও করেনি। ওদিকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, এই নতুন মিত্র কাশ্মিরকে বিশ্বের বৃহৎ কারাগারে পরিণত করেছে। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার, বিশ্বের মুসলিমদের জন্য রয়েছে এক ধরণের মাপকাঠি এবং অন্যান্যদের জন্য আলাদা মাপকাঠি। সংক্ষেপে বলা যায়, কাফির বৃহৎ শক্তিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত এবং তারা ইসলামের ব্যাপারে শত্রুতায় অতিমাত্রায় আগ্রহী। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো, সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।" [সূরা ফাতির : ৬]

হে মুসলিমগণ! এত কিছুর পরও আপনাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্যের জন্য কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করা যথার্থ নয়। তাছাড়া তারাই আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘকে ব্যবহার করে আপনাদের দুর্বল ও বিভক্ত করে রেখেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"হে মুমিনগণ তোমরা, আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ

করোনা। তোমরা কী তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা, যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিঃষ্কার করেছে কেবলমাত্র এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ?" [সূরা মুমতাহিনা : ১]

মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কাফির সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী একাই লিপ্ত নয়। এ ক্রুসেডে তাদের সাথে আছে মুসলিম বিশ্বের দালাল শাসকবর্গ। এসব দালাল শাসকগণের শত্রুতা তাদের প্রভূদের চেয়েও ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর। তাদের লক্ষ্য হলো মুসলিম উম্মাহ্'র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থেকে নির্বিঘ্নে তাদের প্রভূদের স্বার্থের সুরক্ষা করা। তারা নির্লজ্জভাবে সিরিয়া ও মিয়ানমারে কাফির শক্তিগুলোর বাণিজ্যিক ও কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। বাশার ও মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের ভাষা কখনই অঙ্গুলী প্রদর্শন ও মিথ্যা আশ্বাস এবং সস্তা শ্লোগাণের বেশী কিছু ছিলনা। তারা প্রকাশ্যে সৎকাজকে নিষিদ্ধ ও মন্দকে উৎসাহ প্রদান করে আসছে। মুসলিমদের প্রতি তাদের মুনাফেকীর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম, তারা মন্দকে উৎসাহ প্রদান করে ও সৎকাজকে নিষিদ্ধ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহ্'কে ভুলে গেছে, কাজেই তিনিও তাদের ভূলে গেছেন।" [সূরা আত-তাওবা : ৬৭]

এই রমযানে এসব দালাল শাসকরা সৌদি বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্'র নিমন্ত্রণে মক্কায় একত্রিত হবে, যে বাদশাহ মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থের পাহাড়াদার। তারা জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় অনুষ্ঠান ও ভুরীভোজ করবে যেখানে উম্মাহ্ নির্যাতিত ও রক্তস্নাত। তারা সিরিয়া ও মিয়ানমারের মুসলিমদের দুর্ভোগ নিয়ে আলোচনা করবে কিন্তু বৃহৎ শক্তিধররা নির্দেশনা না দিলে কোন সমাধান ছাড়াই তাদের সম্মেলন সমাপ্ত হবে। তাদের মূল উদ্দেশ্য তাদের রাজপ্রাসাদ অটুট রাখা ও কাফির প্রভূদের স্বার্থরক্ষা করা। সুতরাং, তাদের কথায় প্রতারিত হবেন না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সতর্ক করেন,

"আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহ্'কে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে শত্রু।" [সূরা বাকারা : ২০৪]

হে মুসলিমগণ! আপনারা ইতোমধ্যে বেন আলী, মোবারক, গাদ্দাফি, সালেহ্ এবং আসাদের জঘন্য অপরাধ বিশ্ববাসীর সামনে উম্মোচন করেছেন। এখন আপনাদের বাকি কাজ হলো কুফর ব্যবস্থা ও দালাল শাসকবর্গকে অপসারণ করা যারা কাফির শক্তিদের উম্মাহ্'কে নিপীড়ন ও ইসলামকে দমনের সুযোগ করে দেয়। এজন্য আপনারা মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ করুন। খিলাফত রাষ্ট্র সিরিয়া ও মিয়ানমারের সমস্যার চিরতরে সমাধান করবে ইন্‌শা'আল্লাহ্। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"ইমাম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যার পেছনে থেকে তোমরা লড়াই কর ও নিজেদের আত্মরক্ষা করো।"**

আর আল্লাহ্'র কথার ওপর আস্থা রাখবেন-

"যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবেনা, আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্'র ওপরই মুসলিমদের ভরসা করা উচিৎ।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৬০]

আবু হাসিম
সদস্য, **হিযবুত তাহ্‌রীর**

..১৯ পৃষ্ঠার পর থেকে

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননা করে...

এই দাবিগুলোকে বাস্তব রুপদানের লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর** এবং বাংলাদেশের মুসলিমগণ খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচেষ্টা দিন দিন বাড়িয়েই যাবে কারণ একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ্ ও তার সম্মান রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান নিবে। আমরা বাংলাদেশের মুসলিম সেনাবাহিনীর নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন আমাদেরকে তাদের নুসরাহ্ প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ), ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

হে রাসূলপ্রেমিক সেনাঅফিসারগণ!

এতে কোন সন্দেহ নাই যে আপনারাও রাসূল (সাঃ) কে আপনাদের প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন, কারণ তিনি (সাঃ) হুকুম দিয়েছেন,

"তোমাদের মধ্যে সে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার নয় যতক্ষণ না সে আমাকে তার পরিবার, সম্পদ ও সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসে।" (বুখারী ও মুসলিম)

অবশ্যই আপনাদের ক্যারিয়ার আপনাদের নিকট রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। আপনারা হচ্ছেন রাসূল (সাঃ)-এর সেনাবাহিনী এবং তাঁর (সাঃ) সম্মান রক্ষায় অবশ্যই আপনারা সবসময় তৈরি আছেন, এমনকি আপনাদের ক্যারিয়ার ত্যাগ স্বীকার করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। তাহলে কিভাবে তারপরও খুনি মার্কিন কমান্ডার, অফিসার ও সৈনিকরা আপনাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হওয়ার দুঃসাহস পায় যখন তাদেরই বংশধর মার্কিন কুলাঙ্গাররা আপনাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ) কে অত্যন্ত জঘন্যভাবে অবমাননা করে? আপনারা কী এতই অদক্ষ হয়ে পড়েছেন যে আপনারা জানেন না কীভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় এবং এজন্য মার্কিনীদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিতে হবে? নাকি এ দালাল সরকার এবং কতিপয় জেনারেল এসবের আবরণ ও এরকম আরও অনেককিছুর আবরণে আপনাদের মধ্যস্থলে মার্কিন উপস্থিতি মেনে নিতে আপনাদের হুকুম করছে? অবশ্যই দ্বিতীয়টিই তাদের এজেন্ডা। সুতরাং গর্জে উঠুন! হাসিনা সরকার ও দালাল শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করুন; এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর** ও মুসলিমদেরকে নুসরাহ্ প্রদান করুন।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর সেই আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও যখন তিনি এমন কোন কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে।" [সূরা আল-আনফাল : ২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর -এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ
০৮ জিলক্বদ, ১৪৩৩ হিজরী
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ইং

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ পাকিস্তান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

'জেনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট' [সূরা আন নাহল: ৫৯]

(পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক শাসকশ্রেণীর হাত থেকে সশস্ত্রবাহিনীকে রক্ষা করার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-*এর কর্মসূচী)*

আর্মি স্টাফের প্রধান জেনারেল কিয়ানীর নির্দেশে পাকিস্তানের একটি সামরিক আদালত ব্রিগেডিয়ার আলী খানকে ৫ বছর ও অপর চার অফিসারকে ৩ বছরের সাজা জেল দেয়...; ০৩.০৮.২০১২ তারিখে অর্থাৎ, আটকের ১৫ মাস পর কোর্টের এ সিদ্ধান্ত দেয়া হলো।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তারা ইসলামে বিশ্বাস করে ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামিক জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করার জন্য কাজ করা... আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মুসলিমদের সাথে জোরালোভাবে কাজ করা... পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করে আফগানিস্তানে দখলদার বাহিনীর জন্য সরবরাহ পথের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা... সীমান্ত এলাকায় ড্রোন আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে জনমত সৃষ্টি করা... **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর এসকল কার্যকলাপের সাথে তারা একান্তভাবে জড়িত। আদালত লিখিত এক রায়ে, এই অফিসাররা 'একটি নিষিদ্ধ সংগঠন' এর সাথে জড়িত, এটাকে 'শক্তিশালী প্রমাণ' হিসেবে উল্লেখ করে!

সুতরাং **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে সম্পর্কই হলো অভিযোগ এবং এটিই এ ধরনের রায়ের জন্য যথেষ্ট!

কিয়ানী, তার দোসর জারদারী ও তার অনুচরেরা ভুলে গেছে যে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর একই ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে বিশ্বাসী পুরো পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খিলাফতের জন্য আকাঙ্খা এবং পাশাপাশি আমেরিকার সাথে সহযোগীতা ও আফগানিস্তানে দখলদারিত্বের ক্ষেত্রে তীব্র বিরোধীতা রয়েছে। পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে আফগানিস্তানে দখলদারদের কাছে রসদ ও অন্যান্য কিছু সরবরাহকে তারা প্রত্যাখান করেছে। তারা ভুলে গেছে যে, কিয়ানী, তার সাঁঙ্গপাঁঙ্গ ও সহযোগী ব্যাতীত এ বিষয়গুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুসলিম সেনাদের হৃদয়ে গভীরভাবে আছে। সেনাদের ইসলামের প্রতি ভালবাসা, আমেরিকা ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে শত্রুতা যদি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ৫ জন সেনা অফিসারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের দলিল হয়, তাহলে সেটি কেবলমাত্র ৫ জনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নয়, বরং এটি অনেক পাকিস্তানী সেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক আন্তরিক সেনা **হিযবুত তাহ্‌রীর** দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠেছে এবং এসব আন্তরিক সেনা অফিসার ও খিলাফত শব্দের ঘন্টাধ্বনির ভয় জারদারী, কিয়ানী ও তাদের অনুচরদের বিছানার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ইনশা'আল্লাহ্ অত্যাসন্ন খিলাফত ইসলামের শত্রুদের নাসিকা ধ্বসিয়ে দেবে এবং অতঃপর কাফির উপনিবেশবাদী ও তাদের আজ্ঞাবহ দালালরা দুনিয়াতে চরম লজ্জা ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে-যদি তারা তা জানত, চিন্তা করত অথবা বুঝতে পারত!

কিয়ানীর মুখপাত্র পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা শাখার যে ব্যক্তি মিডিয়াকে বলেছে, '**হিযবুত তাহ্‌রীর** সমাজে বিদেশীদের একটি দল।' এটি অবশ্যই ভেতর বাহির হারানোর মত বিষয়। খিলাফত কী করে পাকিস্তানে ও এর সমাজে বিদেশী হয়? কীভাবে খিলাফতের দাবি উত্থাপনকারীরা সমাজে বহিরাগত-যখন ইসলামিক শাসনের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর সেনাবাহিনী ইসলামিক ভূমিকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য ইসলামিক বাহিনী হিসেবে গঠিত হয়েছে? কিয়ানী, জারদারি ও তাদের অনুচরদের মত অবৈধ নেতৃবৃন্দ পবিত্র পাকিস্তানে বরং বিদেশী, পাকিস্তানের সত্যনিষ্ঠ জনগণের কাছে তারা বহিরাগত এবং ইসলামিক উম্মাহ্'র কাছে অপরিচিত ও পাকিস্তান সমাজের কাছে বিদেশী। তাদের পরিণতি সেরকমই হবে যেরকম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জালিমদের এবং এটি জালিমদের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে সুন্নাহ্ – হোক সেটি একটি দল, শহর বা শাসক। আল্লাহ্ যখন তাদের পতন ঘটান তখন তা করেন অত্যন্ত ভয়ংকররূপে, **"আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে শাস্তি দেন, তখন এমনিভাবেই শাস্তি দেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর।"** [সূরা হুদ : ১১২] যখন আল কাউয়ী, আল আজীজ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের পাকড়াও করেন তখন তারা পালাতে পারে না; যা বুখারী ও মুসলিম উল্লেখিত আবু মুসা আল আশা'রায়ী বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"অবশ্যই আল্লাহ্ পাপীদের ততক্ষণ পর্যন্ত অবকাশ দেন যতক্ষণ না তিনি পাকড়াও করেন ও তারা তখন পালাতে পারে না।"**

আমরা এ ব্যাপারে অবগত রয়েছি যে, কিয়ানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করার জন্য ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি আন্তরিক সৈন্যদের গ্রেফতার করে। আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ঈমানদার মুসলিমদের প্রতি অনুগত প্রতিটি আন্তরিক সৈন্যকে তার পথ থেকে অপসারণ করার মাধ্যমে সে তার প্রভূভক্তি ও আনুগত্যের প্রমাণ দিতে চায়... এই ভেবে যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যারা ইসলামিক জীবনব্যবস্থা পূণরায় শুরু করতে চায়, **হিযবুত তাহ্‌রীর** এবং আন্তরিক সৈন্য যারা খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের শাসন চায় তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে এভাবে ছিন্ন করা যাবে। তারা ভুলে যায় যে, তারা যা ধারণা করে ও পোষণ করে তা উল্টে দেয়া যাবে ও তাদের মন্দ কাজসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ভোর হতে বেশী দেরী নেই... **"ভোর কি খুব নিকটে নয়?"** [সূরা হুদ : ৮১]

হিযবুত তাহ্‌রীর হল এমন একটি রাজনৈতিক দল যার জীবনাদর্শ ইসলাম। ইসলামে বিশ্বাস করে যারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামিক জীবনব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কাজ করছে, এরকম প্রতিটি সৈন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে আছে এবং তারা এ দলেরই। এদের সংখ্যা কেবলমাত্র ৫ নয় বরং ৫ এর গুণিতক। এবং ইনশা'আল্লাহ্ কিয়ানী, জারদারি ও তাদের অনুচরেরা এমন স্থান থেকে পাকড়াও হবে যা তারা কখনও আশাও করেনি। কেননা সৈন্যদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন প্রভূ নেই।

"এবং আল্লাহ্ তার বিষয়ে অত্যন্ত কৌশলী যদিও অধিকাংশ লোক তা জানে না।" [সূরা ইউনুস : ২১]

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ পাকিস্তান
১৮ রমজান, ১৪৩৩ হিজরী
৬ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ জর্ডান

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ জর্ডান, বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে "তোমরাও এ দুষ্কর্মের সহযোগী", এ শ্লোগাণের মধ্য দিয়ে একটি সফল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় **হিযবুত তাহ্‌রীর** আজ জর্ডানের আম্মানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে নিরাপত্তা সংস্থার বিপুল উপস্থিতির মধ্যে একটি সফল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। "তোমরাও এ দুষ্কর্মের সহযোগী", এ শ্লোগাণের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ সভাটি আয়োজন করা হয়। "আল্লাহু আকবার" শ্লোগাণ ও পাশাপাশি মিয়ানমারের মুসলিমদের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের লজ্জাজনক অবস্থানের নিন্দা জানানো বিভিন্ন শ্লোগাণে চারিদিক মুখোরিত হয়ে উঠে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** এর সদস্যগণ সেখানে বক্তৃতা প্রদান করেন। তারা দাবী জানান যেন অবিলম্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে মিয়ানমারের মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাদেরকে এ গণহত্যা থেকে রক্ষা করে।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় গণসংযোগ কমিটি (Central Contact Committee) চেয়ারম্যান, জনাব আলী সামাদীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল, **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ জর্ডান -এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে লেখা একটি খোলা চিঠি হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সহকারী রাষ্ট্রদূত চিঠিটি গ্রহণ করেন।

প্রতিনিধি দলের কাছে, সহকারী রাষ্ট্রদূত, মিয়ানমারের মুসলিমদের সাহায্য না করতে পারার পেছনে সরকারের দূর্বলতার কারণগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং মায়ানমারের মুসলিমদের সহায়তায় কোন যুদ্ধে জড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অক্ষমতা তুলে ধরেন। প্রতিনিধিদল, পরাজিত মানসিকতার এমন ব্যক্তিত্ব যে তার হিসাব-নিকাশে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে গণনা করে না, তার কথার ধীক্কার জানান। উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান সন্তানেরা যারা আজ উম্মাহ্'র স্বার্থে পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য মরিয়া উঠে উঠেছে, তাদের চেতনাকে, তাদের শক্তিকে যারা হিসাব-নিকাশে আনেনা, মূলতঃ তারা বোকার স্বর্গে আছে। সহকারী রাষ্ট্রদূত প্রতিনিধি দলকে ওয়াদা প্রদান করেন যে, তিনি চিঠি খানি বাংলাদেশ সরকারের নিকট পৌঁছে দেবেন।

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ জর্ডান এর মিডিয়া কার্যালয়ের প্রধান, জনাব মামদূহ্ আবু সাওআ কিউতিসাত, উপস্থিত জনসাধারণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া, যারা তার এবং সমাবেশে অংশগ্রহণকারীগণের একাধিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন; সম্মুখে চিঠিটি পড়ে শোনান।

হিযবুত তাহ্‌রীর এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ জর্ডান
রবিবার, ২৬ জিলহজ্ব, ১৪৩৩ হিজরী
১১ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের বরাবর খোলা চিঠি

শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর, যারা সর্বদা সত্যের অনুসরণ করে।

সমস্ত বিশ্বের আশ্চর্যজনক নিরবতার সামনে, মিয়ানমারে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের উপর হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং বাড়ি-ঘর ত্যাগে বাধ্য করার মতো ঘৃণ্য, নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, শিশুদের চুলকে ভয়ে ধূসর করে ফেলে এবং আমাদের আবেগকে ক্ষেপিয়ে তোলে। আমাদের শাসক ও সেনাবাহিনীর চোখের সামনে, আমাদের অসহায় ও নিরাপত্তাহীন ভাই-বোনদের নির্বিচারে গণহত্যা করা হচ্ছে। তাদের অবস্থা আজ বিশ্বের অন্যান্য নির্যাতিত মুসলিমদের মতো; ফিলিস্তিন, সিরিয়া, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, পূর্ব তুর্কিস্থান, পাতানি এবং অন্যান্য দখলকৃত মুসলিমদেশগুলোর মতো। কিন্তু যা দেখে আজ সবচেয়ে দুঃখ হয়, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়, তা হলো যখন আমরা দেখি বাংলাদেশ সরকার এসব অসহায় মুসলিমদেরকে আশ্রয় না দিয়ে, নিষ্ঠুরের মতো, কোন দয়া না দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়, সাগরের বুকে নিক্ষেপ করে যেন তারা হয় ডুবে মরে অথবা কাফির বৌদ্ধদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সুতরাং হাসিনা সরকারও ঐ ঘাতক কাফির বৌদ্ধদের এ দূষ্কর্মের সহযোগী এবং সে প্রমাণ করেছে যে, তার মধ্যে নূন্যতম মৌলিক ইসলামিক আবেগও নেই।

হে বাংলাদেশের নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ!

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পন করেছেন যেন আপনারা সর্বপ্রথম মায়ানমারের মুসলিম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে যান কারণ আপনারাই তাদের সবচেয়ে নিকটস্থ অবস্থানে রয়েছেন। যদিও আপনাদের দালাল সরকার, তার পশ্চিমা প্রভুদের সাথে আতাত করে তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত, কিন্তু তাতে কি, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসূল (সাঃ), এবং ঈমানদারদের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব রয়ে গেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম দিয়েছেন: **(... কিন্তু অবশ্যই যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তোমাদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সাহায্য করা,...)** [সূরা আল-আনফাল : ৭২]। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এই হুকুম পালন তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা মিয়ানমারের ঐ বৌদ্ধ সন্ত্রাসী সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রেরণ করবো। নতুবা, আপনাদের ভাইদের প্রতি সরকারের বর্তমান এই ধীক্কারজনক কর্মকান্ডের ব্যাপারে আপনাদের নিরবতা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা আস্-সাম এর পবিত্র ভূমি হতে আপনাদের আহ্বান করছি, যেখানে আমাদের হৃদয়েও আপনাদের মতো রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের সবার এই দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্'র একজন খলিফার অনুপস্থিতি, যিনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব দ্বারা ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্'কে নেতৃত্ব দিবেন, ইসলামের মহান বাণী দুনিয়ার প্রতিটি কোণায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করবেন, নির্যাতিত জনতার জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনবেন এবং দুনিয়াব্যাপী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। আমরা আপনাদের আহ্বান করছি, রাসূল (সাঃ) এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হোন, কারণ একমাত্র খিলাফত পূর্ব থেকে পশ্চিমে নির্যাতিতদের পাশে দাড়িয়ে তাদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনবে।

(তোমাদের পালনকর্তার আহ্বানে সাড়া দাও অবশ্যম্ভাবী সেই দিবস আসার পূর্বেই, যা কেউই এড়াতে পারবে না। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং কৃত দুঃষ্কর্ম অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না।) [সূরা আশ্-শূরা : ৪৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ জর্ডান
রবিবার, ২৬ জিলহজ্ব, ১৪৩৩ হিজরী
১১ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

...০৭ পৃষ্ঠার পর থেকে

দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদার আগমনকে উদ্দেশ্য করে আল-শামের আন্দোলনের জন্য হিযবুত তাহ্‌রীর-এর ইশ্‌তেহার...

গভীরে অবস্থান করছে এবং এই আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ সিরিয়ার মিডিয়া অফিস, একটি উন্মুক্ত মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। **হিযবুত তাহ্‌রীর,** বিশেষ করে সিরিয়া শাখা, শুরু থেকেই দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করে আসছে। সুতরাং পার্টি আন্দোলনকারীদের শক্তিশালী করার জন্য ও তাদের একাগ্রতাকে বাড়ানোর জন্য, তাদের বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্রসমূহ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এবং তাদের আন্দোলনকে মহান উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ রাখার জন্য সবসময় আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনায় পর্যায়ক্রমিক বক্তব্য ও বুলেটিন ইস্যু করেছে, যাতে করে সুবিধাবাদীরা কখনো তাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে না পারে।

এবং আমরা গণমাধ্যমের কর্মীদেরকে ও সাংবাদিকদের একটি বিবরণী (dossier) প্রদান করছি যার বেশিরভাগ অংশ ইতিমধ্যে সংকলন করা হয়েছে।

- **হিযবুত তাহ্‌রীর** বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে যাতে করে তারা এই সরকারকে জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন্য সম্মিলিতভাবে একক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে এবং ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করতে পারে; আমরা আশা করছি যে এটা শীঘ্রই ঘটবে।

- হিয্‌ব নিজেকে এই মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করেছে; বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে এটাই ছিল এর সার্বক্ষণিক প্রধান চিন্তা, শুধুমাত্র সিরিয়ায় নয় বরং বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতেও, বাস্তবিকভাবে পুরো পৃথিবীতেই। এই সময়ের মধ্যে সফল নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান হিয্‌ব অর্জন করেছে যা তাকে উম্মাহ্‌কে সাথে নিয়ে আল্লাহ্'র আইন বাস্তবায়ন এবং তার বাণী প্রচারের জন্য যোগ্য করে তুলেছে। সেইজন্য হিয্‌বের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে আল-কুদস হয়ে মাগরেব্ পর্যন্ত; এবং ইউরোপ থেকে আস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বের রাজধানীসহ সমগ্র বিশ্বে বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য সম্মিলিত চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। তারা সকলেই আল-শামের বিদ্রোহীদের সহায়তা ও সুরক্ষার জন্য কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে অবিচল রয়েছে এবং ব্যারাকে অবস্থানরত মুসলিম সেনাবাহিনীকে আল্লাহ্'র নামে ও তাঁর রহমতকে সাথে নিয়ে সিরিয়ায় নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। সিরিয়ার আন্দোলনরত জনগণ আল-আক্‌সা মসজিদে আমাদের সদস্যদের আহ্বানে আনন্দিত হয়েছিল। এবং আল-কুদ্‌স থেকে অধিকৃত ফিলিস্তিনের সকল অংশে এবং সমগ্র আরববিশ্বে আন্দোলনের পক্ষে হিয্‌বের বীরোচিত সাহসিক অবস্থান ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে লেবাননে এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এই সম্মেলনের আয়োজনের স্থানে তথা, সৈন্যদল এবং জিহাদের পোস্ট, ত্রিপোলী। আমরা স্মরণ করছি জর্ডানে আমাদের সদস্যদের দৃঢ় অবস্থানের কথা যারা প্রবল বাঁধা, অবরোধ এবং প্রতিরোধের মুখেও মাথা নত করেনি। তাদের স্লোগানের আওয়াজ শামের রহমতপূর্ণ ভূমির বিভিন্ন অংশে তাদের ভাইদের স্লোগানের আওয়াজের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না।

- এখানে উল্লেখ্য যে আল্লাহ্'র নির্দেশে সাড়া দিয়েই **হিযবুত তাহ্‌রীর** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন:

"আর তোমাদের (উম্মতের) মাঝে একটা দল হোক যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং তারাই হল সফলকাম।" **হিযবুত তাহ্‌রীর** কাজ করে খিলাফত রাশিদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, যা কিনা শরী'আহ্ মূলনীতি, ***'কোন ফরয কাজ সম্পাদনের জন্য যা জরুরী তাও ফরয'*** -এর অনুসরণ। এই দল তার সদস্যদেরকে প্রস্তুত করেছে রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার জন্য। এটি কোন ক্ষমতাসীন দলের ধারণা বহন করে না। বৈধ পন্থায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর এই দল থেকে খলিফা নির্বাচিত হলে তিনি এই দলের খলিফা হবেন না বরং পুরো মুসলিম উম্মাহ্‌র খলিফা হবেন, তিনি কথায় ও কাজে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিষয়াদি দেখাশুনা করবেন। এরপর যখন খলিফা পদটি শূন্য হবে, উম্মাহ্ **'বৈধতার শর্তাবলী পূরণকারী প্রার্থীদের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তিকে'** পছন্দ করবে; উম্মাহ্ তাকে কোন দলের খলিফা হিসেবে নয় বরং আনুগত্যের শপথ দেবে মুসলিমদের খলিফা হিসেবে তার কথা শোনা ও মানার জন্য। **হিযবুত তাহ্‌রীর** তার মনোনীত প্রার্থী অথবা অন্যকোন প্রার্থীই খলিফা পদে নির্বাচিত হোন না কেন, উম্মাহ্‌কে সাথে নিয়ে রাষ্ট্র এবং সরকারের কর্মকান্ডে চোখ রাখবে পরামর্শ, প্রস্তবনা, সমালোচনা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে, আল্লাহ্'র নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্তে যা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবং আমরা আল্লাহ্'র কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এই প্রয়াসগুলোকে অনতিদূর সাফল্য দান করেন, অনতিবিলম্বে বিজয় দান করেন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদেরকে মহা আনন্দ দান করেন। আর এগুলোর কোনটাই তাঁর জন্য কঠিন নয়। এটা আল-শামের অসাধারণ ধৈর্য্যশীল আন্দোলনের জন্য মোটেই সামান্য অর্জন নয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন:

"আর আমরা মহানুভব হতে চাই তাদের প্রতি যারা তাদের ভূমিতে জুলুমের শিকার হয়েছিল এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে চাই এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে চাই।"

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্'র জন্য।

ইঞ্জিনিয়ার হিশাম আল-বাবা
মিডিয়া অফিস প্রধান
হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাইয়া সিরিয়া

...০৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

হে দেশবাসী! মার্কিন-ভারতের দালাল হাসিনা-খালেদাকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং...

পারস্পরিক প্রতিযোগীতার কারণে, গণতন্ত্রের শ্লোগাণকে ব্যবহার করেছে ও করছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর দালালকে অপসারণ কওে নিজেদের দালালকে ক্ষমতায় বসানোর কাজে। কোথাও কোথাও তারা "B52" বোমা মেরেও গণতন্ত্রের ফেরী করেছে, যেমন ইরাক ও আফগানিস্তান।

সুতরাং, মুসলিম দেশগুলোতে (এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে) সবসময়ই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর পশ্চিমা দালালদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত, যা পূর্বেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। এটা হচ্ছে নব্য-উপনিবেশকতাবাদের ধোঁকাবাজীর এমন এক ঘৃণ্য উপকরণ, যেখানে জনগণ মনে করে সে তারা শাসককে ভোট দ্বারা নির্বাচিত করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে শাসক হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের একনিষ্ঠ দালাল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও, তার চিত্র একই রকম। স্বাধীনতার পর তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, যারা ছিল বৃটেনের দালাল, তারাই দেশের শাসক হয়েছিল। তারপর জিয়াউর রহমান, যে ছিল মার্কিন দালাল এবং তারপর এরশাদ, যে ছিল বৃটেন-ভারতের দালাল, তারা দেশ শাসন করেছে। এরপর এরশাদের পতনের পর, মার্কিনীদের মদদপুষ্ট খালেদা এবং বৃটিশ-ভারতের মদদপুষ্ট হাসিনা তথাকথিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয় এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই দুই দালালের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হচ্ছে, আর তাদের সাথে থাকছে তাদের জোটভুক্ত বড় মিত্ররা।

হে মুসলিমগণ!

কতবার আপনারা প্রতারিত হয়েছেন? মুজিব, জিয়া এবং এরশাদের ধোকাবাজীর কথা না হয় বাদই দিলাম; শুধুমাত্র হাসিনা-খালেদার কথাই ধরুন, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮; মাত্র ২০ বছরে ৪ বার! একই ব্যক্তিদের কাছে!!

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"মুমিনগণ কখনও একই গর্তে দুইবার পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হয় না।"

৫ম বারের মতো প্রতারিত হবেন না। হাসিনা ও খালেদাকে প্রত্যাখ্যান করুন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপসারণ করুন এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন। খিলাফত, আপনাদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যাদের গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরীর ভেতরে তালাবদ্ধ অবস্থায় পুড়ে মরতে দেবে না। খিলাফত, নিম্নমানের ফ্লাইওভারের মতো মৃত্যুফাঁদ নির্মাণ হতে দিবে না। খিলাফত, আপনাদের সকল বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবে, আপনাদের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে এবং আপনাদের আস্থার মর্যাদা রাখবে; এবং দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, সম্পদ এবং সেনাবাহিনীর উপর মার্কিন-বৃটেন-ভারতের নিয়ন্ত্রণের পথ চিরতরে রুদ্ধ করবে।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

আপনাদের চোখের সামনে সংঘটিত, হাসিনা-খালেদার অপরাধমূলক কর্মকান্ডের ব্যাপারে আপনারা নিশ্চয়ই সচেতন আছেন। দ্বিতীয়ত, আপনারা এটাও ভালো করে জানেন যে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন হচ্ছে এদেরকে কিংবা এদের মতো কাউকে ক্ষমতায় বসানো এবং নিষ্ঠাবান ও সচেতন রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা হতে দূরে রাখার এক প্রক্রিয়া মাত্র। মুসলিম হিসেবে এ বাস্তবতা উপেক্ষা করে চোখ বন্ধ করে রাখার কোন সুযোগ নাই। কারণ, আপনাদের রয়েছে বস্তুগত সামর্থ্য, যার দ্বারা আপনারা নিষ্ঠাবান ও সচেতন রাজনীতিবিদদের নুসরাহ্ প্রদান করতে পারেন, যাতে এসব শাসকরা অপসারিত হয় এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর হচ্ছে এমন এক নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দল, যে জনগণের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত হুকুম পালনে বদ্ধপরিকর; এবং জনগণের বিশ্বাস ও সমর্থন এর পক্ষে রয়েছে। আমাদের নিষ্ঠা ও আমাদের কথায় রয়েছে তাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। এবং তারা জানে, দেশের সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে হবে, সে জ্ঞান আমাদের আছে। আমরা যা বলছি, এ ব্যাপারে জানার জন্য, আপনাদের শুধু যায়, প্রয়োজন, জনগণের সাথে, আপনাদের পরিবারদের সাথে, আত্মীয়দের সাথে কিংবা উম্মাহ্'র যাদের সাথে আপনাদের যোগাযোগ হয়, তাদের সাথে আলাপ করা।

হিযবুত তাহ্‌রীর হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক দল যার রয়েছে আঞ্চলিক এবং বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতা এবং ইসলামী খিলাফত বিশ্বে এক নম্বর রাষ্ট্রের অবস্থান অর্জন ও উম্মাহ্'র হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে কিভাবে আঞ্চলিক ও বিশ্বমন্ডলে শক্তির ভারসাম্যের মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন আনবে, তার রোডম্যাপ তৈরিতে সক্ষম।

হিযবুত তাহ্‌রীর হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক দল যার কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী চলমান, আল্লাহ্'র ইচ্ছায়, যার ক্ষমতা আছে খিলাফতের সমর্থনে পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত রাজধানীগুলোর রাজপথে মুসলিমদের জড়ো করার। এবং এটা হচ্ছে সেই দল যার রয়েছে মুসলিম উম্মাহ্'র সেনাবাহিনীর ভিতর ব্যাপক সমর্থক। সুতরাং, একা হয়ে যাবার ভয়ে কিংবা অন্যকোন প্রতিক্রিয়ার ভয়ে, ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম অফিসারবর্গ হওয়ার মর্যাদা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবেন না। মুসলিমরা হাজারে-হাজারে ও দশক-দশক ব্রিগেড আপনাদের ও খিলাফতের পাশে দাঁড়াবে। সুতরাং সাড়া দিন, আল্লাহ্'র হুকুম পালনে সবচেয়ে অগ্রগামী হউন এবং **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন।

"এবং (বিশ্বাস ও সৎকর্মে) অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই হবে (জান্নাতে)। তারাই (আল্লাহ্'র) নৈকট্য পাবে। আহ্লাদপূর্ণ উদ্যানসমূহে। তাদের (অগ্রবর্তীগণ) অধিকাংশ হবে পূর্ববর্তীদের (মুসলিমদের) মধ্য থেকে; এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে।" [সূরা আল-ওয়াক্বি'য়া : ১০-১৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ
২৩ মুহর্‌রম, ১৪৩৪; ০৭ ডিসেম্বর, ২০১২

...২০ পৃষ্ঠার পর থেকে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর** -এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়

কুলাঙ্গার মার্কিনীরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর...

দুর্বল ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করেছে, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কর্মকান্ড করেছে এবং কুর'আন পুড়িয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

(তাদের মুখ থেকে শত্রুতা ইতোমধ্যে প্রকাশ হয়ে গেছে এবং যা তাদের অন্তরে লুকায়িত তা আরও ভয়ংকর। আমার নিদর্শন অত্যন্ত পরিষ্কার, যদি তোমরা বোঝো) [সূরা আলি-ইমরান : ১১৮]

সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

(তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্'র নুরকে (দ্বীন) নিভিয়ে ফেলতে চায়, কিন্তু

আল্লাহ্ তার নূরকে (দ্বীন) পরিপূর্ণ করবেনই, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে) [সূরা আছ-ছাফ : ০৮]

...এবং আল্লাহ্'র চেয়ে আর কার কথা সত্য হতে পারে?!

হে মুসলিমগণ!

যদি আজ পৃথিবীর কোথাও খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে আজ মুসলিমদের এমন অপমানজনক ও দূর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না, কাফিররা উম্মাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণ্য কর্মকান্ড করার দুঃসাহস দেখাতে পারতো না, কারণ খিলাফত ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষাকারীই নয় বরং এটা হচ্ছে ঢালস্বরুপ ও দূর্বেধ্য নিরাপদ এক দূর্গ। প্রিয় মুসলিমগণ! উনিশ শতকের শেষদিকে, ১৮৯০ সালে, ফরাসী লেখক "মারসী ডি বোরেজ" একটি নাটক তৈরি করে ফ্রেঞ্চ কমেডি থিয়েটারে প্রচারের জন্য, যার সমস্ত কাহিনীই রচনা করা হয়েছিল আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) কে অবমাননা করে। বিষয়টি যখন খলিফা সুলতান ২য় আব্দুল হামিদ (রহ.) এর কানে গেল, তখন তিনি সাথে সাথে ফরাসী সরকারকে সাবধান করে দিলেন যাতে এ নাটকটি নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোন থিয়েটারে যেন মঞ্চস্থ না হয়। সুতরাং, ফরাসী সরকার তা করতে বাধ্য হয় এবং খলিফার কথামত নাটকটি প্রচার নিষিদ্ধ করে এবং খলিফার নিকট চিঠিতে উত্তর পাঠায়: "মহামান্য সুলতানের ইচ্ছামতো আমরা যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, তাতে বিশ্বাস আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে...", এবং যখন নাটকটির নির্মাতা ফ্রান্সে সুযোগ না পেয়ে ইংল্যান্ডের অ্যালসিওম থিয়েটারে মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি নেয়, এবং যখন বিষয়টি সুলতান আব্দুল হামিদের কানে পৌঁছায়, তিনি সাথে সাথে নাটকটি নিষিদ্ধ করার হুমকি দেন এবং তা নিষিদ্ধ

হে মুসলিমগণ!

নিশ্চয়ই! জাতির নেতৃত্ব তার জাতির সাথে মিথ্যা বলে না; **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয় আপনাদেরকে সাবধান করছে এবং আপনাদের সজাগ করছে:

পশ্চিমারা ক্রুসেড ঘোষণা করেছে এবং এ ক্রুসেড ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্'র বিরুদ্ধে; সুতরাং দ্বীন ইসলাম, রাসূল (সাঃ) এবং উম্মাহ্'র পক্ষে অবস্থান নিন এবং জেনে রাখুন এ অবস্থার পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বে যেভাবে সমাধান হয়েছিল ঠিক একইভাবে সমাধান না করা হয় অর্থাৎ নবুয়্যতের আদলে খিলাফায়ে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠিত না হয়। সুতরাং খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগকারীদের সাথে যোগ দিন, একমাত্র খিলাফত উম্মাহ্ ও তার সম্মান রক্ষা করবে এবং যালিমদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

এরপরও যদি আপনারা খিলাফত রাষ্ট্র যার পেছনে থেকে উম্মাহ্ যুদ্ধ করে ও আত্মরক্ষা করে, তা ফিরিয়ে আনার কাজকে উপেক্ষা করেন, তাহলে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানের বিরুদ্ধে এরকম অবমাননা হতেই থাকবে, আর আমরা কিছু দিনের ও ঘন্টার জন্য বিক্ষোভ করতে থাকবো। এরপর আমাদের ক্ষোভ প্রশমন হবে এবং আমরা শান্ত হয়ে যাব। তারপর আবার আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ) এর শত্রুরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ ও ঘৃণ্য কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তি করবে। সুতরাং, শিক্ষা নিন, যারা চক্ষু সম্পন্ন!

(নিশ্চয়ই এই কুর'আনে শিক্ষা রয়েছে যারা আল্লাহ্'র রাহে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।) [সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৬]

হিযবুত তাহ্‌রীর -এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়
২৭ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী; ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ খিস্ট্রাব্দ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননা করে মার্কিন কুলাঙ্গারদের কর্তৃক নির্মিত ঘৃণ্য চলচ্চিত্রের প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর -এর নেতৃত্বে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননা করে মার্কিন কুলাঙ্গারদের কর্তৃক নির্মিত ঘৃণ্য চলচ্চিত্রের প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর -এর নেতৃত্বে আজ কয়েক শত মুসলিম মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করেছে

আজ, সোমবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১২, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ মুসলিম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননা করে মার্কিন কুলাঙ্গারদের কর্তৃক নির্মিত ঘৃণ্য চলচ্চিত্রের প্রতিবাদে, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলটি গুলশান ২নং চত্বরে শুরু হয়, যেখানে মুসলিমগণ আমেরিকার পতাকায় অগ্নিসংযোগ করেন এবং কালেমা খচিত শাহাদাহ্ পতাকা উচ্চে তুলে ধরেন। তারপর রাসূল (সাঃ) এর প্রতি তীব্র ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের এক দৃষ্টিনন্দন প্রদর্শনীর পর তারা 'আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার'; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'; 'আমেরিকার কালো হাত - ভেঙ্গে দাও,

গুড়িয়ে দাও'; 'ঠাই নাই, ঠাই নাই - বাংলার জমীনে মার্কিনীদের ঠাই নাই'; ইত্যাদি শ্লোগাণে চারিদিক মুখোরিত করে মাদানী এভিনিউ, মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অন্যদিকে হাসিনা সরকার তার মার্কিন প্রভুর দূতাবাসের দালানের প্রতি তীব্র ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের নজির স্থাপন করে নবীপ্রেমিক মুসলিমগণ যখন দূতাবাস গেটের সামনে উপস্থিত হন তখন তাদের উপর হামলার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়; এবং একজনকে গ্রেফতার করে। আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাই এবং গ্রেফতারকৃত ঐ নিষ্ঠাবান মুসলিমকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানাচ্ছি। **হিযবুত তাহ্‌রীর** জানতো যে সরকার তার প্রভুদের কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত এহেন কর্মকান্ড করবে কিন্তু তারপরও **হিযবুত তাহ্‌রীর** শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূল (সাঃ) এর প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে এ কর্মসূচীতে মুসলিমদের নেতৃত্ব দেয়। কারণ উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান, সচেতন ও চিন্তাশীল নেতৃত্ব হিসেবে **হিযবুত তাহ্‌রীর** সবসময় উম্মাহ্'র চিন্তা ও আবেগ-অনুভুতির প্রতিনিধিত্ব করে ও তা প্রকাশ করে।

হিযবুত তাহ্‌রীর এবং বাংলাদেশের ১৬০ মিলিয়ন মুসলিম, ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকা কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অবমাননার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন সমগ্র মানব জাতি ও সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর (সাঃ) এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা দুনিয়ার যেকোন ব্যক্তি ও যেকোন কিছুর চেয়ে বেশী এবং আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ) এর অবমাননা নীরবে সহ্য করবো না।

হিযবুত তাহ্‌রীর এবং বাংলাদেশের মুসলিমগণ, ঘৃণ্য ঐ চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের বিলম্বিত, লোকদেখানো ও সম্পূর্ণ নিষ্ফল অবস্থানকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। অথচ হাসিনা তার কিংবা তার পিতার বিরুদ্ধে কটুক্তিতো দূরের কথা সমালোচনাকারীদের উপর নির্যাতনের খড়্গ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাসিনার নিকট তার নিজের ও তার পিতার সম্মান রাসূল (সাঃ) এর চেয়েও বেশী প্রিয়। আমরা আরও বিক্ষুব্ধ, এই দেখে যে সরকার বরাবরের মতোই আমেরিকার সাথে সবধরণের সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। শুধু তাই নয়! সরকার এরও সীমানা অতিক্রম করেছে মার্কিন ৭ম নৌবহরের কমান্ডারকে স্বাগত জানিয়ে এবং বাংলাদেশে মার্কিনীদের নৌ ও সামরিক মহড়ার আয়োজনের সুযোগ করে দিয়ে এবং এসবই সে করেছে সেই সপ্তাহে যেই সপ্তাহে মুসলিমগণ আমেরিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে এবং তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্নের দাবি জানাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকার মার্কিনীদের দেয়া সিডিউল অনুযায়ী কৌশলগত সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য তার পররাষ্ট্রসচিবকে পাঠিয়েছে, অথচ এ কৌশলগত সংলাপ ইসলাম ও এদেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের চক্রান্তের পথকে প্রশস্ত করার পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই না। আমরা আমাদের ঘৃণা আরও প্রকাশ করছি বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে, সেও মার্কিনীদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করেছে এবং মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে একই সপ্তাহে বৈঠক করেছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর ও বাংলাদেশের মুসলিমগণ মার্কিন জীবনব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা এ ব্যবস্থাকে বাংলার জমীন থেকে উঁপড়ে ফেলবো। এবং তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হবো না। গণতন্ত্র হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করার, আমাদের ভাইদের হত্যা করার, আমাদের সম্পদ লুট করার এবং সর্বোপরী তথাকথিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে আমাদের সম্মানের উপর আঘাত হানার বৈধতা দেয়। এটা হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যা হাসিনার মতো দালাল শাসকের জন্ম দেয়, যে কিনা মুমিনদের প্রতি নিষ্ঠুর এবং কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি বন্ধুত্বপরায়ন।

হিযবুত তাহ্‌রীর ও বাংলাদেশের মুসলিমগণ নিম্নোক্ত দাবিগুলোর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপর মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চক্রান্তের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করবে:

১. অবিলম্বে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ করতে হবে এবং মার্কিনীদের সাথে সকল কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে;

২. মার্কিনীদের সাথে কৌশলগত ও নিরাপত্তা সংলাপ প্রত্যাখ্যান করতে হবে;

৩. অবিলম্বে মার্কিনীদের সাথে সকল সামরিক সম্পর্ক বন্ধ করতে হবে, আকসা (ACSA) চুক্তি সই করা থেকে বিরত থাকতে হবে, এবং বাংলাদেশে আর কোন মার্কিন সামরিক মহড়া হতে দেয়া যাবে না;

৪. টিকফা (TICFA) চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চলমান আলাপ- আলোচনা বন্ধ করতে হবে; এবং

৫. মার্কিন তেল, গ্যাস কোম্পানীগুলোকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রেস বিজ্ঞপ্তি :
হিযবুত তাহ্‌রীর -এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়

কুলাঙ্গার মার্কিনীরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করছে, অথচ কাপুরুষ মুসলিম শাসকরা এসব কুলাঙ্গারদের লালন-পালনকারীদের সাথে এমনকি সম্পর্ক ছিন্ন করার সাহসও দেখাচ্ছে না!

কত সহজে এবং কী বিশ্রীভাবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য জাতি এবং পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য জাতি মার্কিনীরা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ যার আগমনে ধরণীর বুকে সূর্য্যোদয় হয়েছিল, যিনি এই উম্মতের নবী ও সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমতস্বরুপ, আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অবমাননা করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে! আমেরিকায় অবস্থিত কিছু খ্রীষ্টান, যারা মিলিত হয় আমেরিকান যাজক "টেরি জোনস্" এর সাথে যে ইসলাম, রাসূল (সাঃ) এবং মুসলিমদের প্রতি প্রচন্ড বিদ্বেষী, যে গত এপ্রিলে পবিত্র কুর'আন পুড়িয়েছিল..., এবং ১০০ ইহুদীর অর্থায়নে, ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী অন্যান্যদের সহায়তায় এবং ইরাক ও আফগানিস্তানে মুসলিম গণহত্যাকারী আমেরিকার আইনগত বৈধতার ছত্রছায়ায়- সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান রাসূল (সাঃ) এর চরিত্রের উপর কালিমা লেপনকারী মিথ্যা, বানোয়াট, বিদ্বেষপূর্ণ এ ঘৃণ্য চলচ্চিত্রটি বানানো হয়।

(মুলতঃ তাদের মুখ থেকে যা বাহির হয় তাই ঘৃণ্য; তারা যাই বলে তাই মিথ্যা।) [সূরা আল-কাহ্‌ফ : ৫]

হে মুসলিমগণ!

ইসলামের শত্রু এসব ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের দ্বারা মুসলিমদের ঈমানের উপর এমন আক্রমন এটাই প্রথম নয়। বরং এসব কাফির দেশগুলো, মুসলিম উম্মাহ্ ও তাঁর সম্মানের উপর আঘাত করার কোন সুযোগ বাদ দেয়নি। এর কারণ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসূল (সাঃ) ও ইসলামের দাওয়াহ্ বহনকারীদের প্রতি তাদের ঘৃণা, ফলে তারা নতুন নতুন পন্থায় এবং নানাবিধ প্ল্যাটফর্ম থেকে, কখনও প্রকাশ্যে এবং কখনও গোপনে এসব করে বেড়ায়। এবং এসবই হচ্ছে আইনগত বৈধতা দিয়ে যাতে ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলাম ও ইসলামের পবিত্রতার বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যায় করতে পারে। মুলতঃ তারা, বিশ্বব্রহ্মান্ডের পালনকর্তা, পবিত্র কুর'আন, ইসলামিক আক্বীদা (আদর্শ) এবং রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে সার্বক্ষনিক ও সত্যিকার যুদ্ধে অবতীর্ণ।

(সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই সবচেয়ে নীচ সৃষ্টি হচ্ছে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে) [সূরা আল-মুজাদিলাহ্ : ২০]

তারা হচ্ছে শত্রু, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান...তারা আমাদের ভূমিগুলো দখল করে রেখেছে, নিষ্পাপ ও সৎকর্মশীলদের রক্ত জড়িয়েছে, আমাদের সম্পদ লুট করেছে, দ্বন্দ-সংঘাতের আগুন লাগিয়েছে, আমাদেরকে

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন...

লিফলেট : **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উজবেকিস্তান

অত্যাচারী উজবেকিস্তান সরকারের ঘৃণ্য চেহারা!

কারিমভ শওকত, ১৯৬৪ সালে উজবেকিস্তানে জন্ম, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১৯৯৯ সালে তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তাকে নয় বছরের জেল দেয়া হয়। ২০০৮ এ যখন সে তার মেয়াদ শেষ করে, উজবিকাস্তানের জালিম শাসক তাকে মুক্তি দেয়নি বরং তাকে আরো তিন বছরের দেয়া হয়। ২০১১ সালে তার দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হবার পরও, বিচারক তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং শওকতকে ২০১৪ পর্যন্ত আরো তিন বছরের জেল দেয়া হয়।

২০১২ সালে, প্রিজনবোর্ড, উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে শওকতকে যক্ষা আক্রান্ত রোগীদের সেলে রাখে যাতে সে এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং সে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারাকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এভাবেই বন্দী নির্মূল করার কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

করিমভ শওকত যক্ষায় কষ্ট পেতে থাকে এবং প্রত্যেকবার যখন বন্দীত্বেও মেয়াদ শেষ হত আরেক মেয়াদের শাস্তি আসত। এভাবে জঘণ্য জুলুমের শিকার হয়ে সে এই পবিত্র রমযানের মহান রাত্রিতে, (২৭ রমযান, ১৪৩৩ হিজরী / ১৫ আগস্ট ২০১২) স্যান ক্রাদ কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এরপর তার পরিবার উক্ত কারাগার হতে তার পবিত্র মৃতদেহকে গ্রহণ করে।

আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তার জন্য ও তার সেসব ভাইদের জন্য রহমতের দু'আ করি যারা এই জালিম সরকার কর্তৃক নিহত হয়েছে এবং দু'আ করি তারা যেন মিলিত হতে পারে যেমনটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

"আর যে কেউ আল্লাহ্'র হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। এটা হল আল্লাহ্ প্রদত্ত মহত্ব। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।" [সূরা আন-নিসা : ৬৯-৭০]

হিযবুত তাহ্‌রীর, উজবেকিস্তান
২৮ রমযান, ১৪৩৩ হিজরী
১৬ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

“তোমাদের মধ্যে নবুয়্যাত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যাতের আদলে।” (মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, হাদীস নং-১৮৫৯৬)